চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ জুন, ২০২০ ইং ■ ১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবিরে হামলা সিপিএমের অপপ্রচার বলে দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবিরে হামলা করার ঘটনা সিপিএমের অপপ্রচার বলে দাবি করেছে বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে সোমবার এক বিবৃতিতে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে, অন্য কোন এক মারপিটের ঘটনাকে রক্তদান শিবিরে হামলা বলে মিথ্য প্রচার করা হয়েছে। বিজেপি বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছে রক্তদান শিবির করার জন্য রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান রাখছেন।

বিজেপি বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছে, বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির যে পরিস্থিতি, এ থেকে আমাদের দেশ ও মুক্ত নয়। করোনাআক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষতঃ পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে আসার পর এই প্রবণতা খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বাত্বক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে রাজ্যের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীসহ, সাফাইকর্মী থেকে শুরু করে জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত সকল সামনের সারির যোদ্ধারা সার্বিক সহযোগিতা করে আসছেন। এ হেন পরিস্থিতিতে যখন সম্মিলিতভাবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তখন কোন কোন অংশ থেকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নানা অপপ্রচার করে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে ও বিভ্রান্ত করার প্রয়াস নিয়েছে।

তাই আমরা লক্ষ্য করছি কখনো ত্রাণ সামগ্রী বিলি করতে পারছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি দখলে পর্দার আড়ালে থেকে রাজনীতিতে মত্ত প্রদ্যুৎ, ঢাল টিপিএফ

কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেই সাতটি স্থানে বিশাল র‍্যালী করে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। এডিসি দখলে সম্ভবত পর্দার আড়ালে থেকেই রাজনীতির পাশা খেলা শুরু করে দিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। অবশ্য তাতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ত্রিপুরা পিপলস্ ফ্রন্টকে। করোনা অতিমারির প্রকোপের মাঝেও এডিসি ইস্যুতে পাহাড় রাজনীতিকে কার্য্যত উত্তপ্ত করে তুলেছে টিপিএফ। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (এডিসি) দায়িত্ব প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণকে হস্তান্তরের দাবিতে আজ রাজ্যের সাতটি স্থানে রাস্তা অবরোধ শুরু করেছে ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ)। অবশ্য, তাতে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের ইন্ধন রয়েছে কি না তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে, এডিসি ইস্যুতে আগামীদিনে পাহাড় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে, টিপিএফ সুপ্রিমো পাতালকন্যা জমাতিয়ার কড়া হুশিয়ারীতে তার আভাস মিলেছে।

পাতালকন্যা জমাতিয়ার সাফ কথা, এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পর রাজ্যপালের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রশাসক নিযুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং বেআইনি। কারণ, সংবিধান মেনে সর্বদলীয় বৈঠক ছাড়াই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিককে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে জনজাতিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এজন্যই আজ রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় এবং ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোরের হাতে এডিসি-র ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে দিনভর অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে, বলেন তিনি।

এদিকে টিপিএফ-এর এই দাবিকে অসাংবিধানিক বলে কড়া সমালোচনা করেছেন শাসক দল বিজেপি-র মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। একইভাবে টিপিএফ-এর এই আন্দোলনকে সমালোচনায় বিঁধলেন বামফ্রন্টের কনভেনর বিজন ধর। তাঁর সাফ কথা, মেয়াদ সমাপ্ত হলে নিয়ম মেনে প্রশাসক নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু এই ইস্যুতে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপের মধ্যে আহূত রাস্তা অবরোধের মতো আন্দোলনকে সমর্থন করা যায় না।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ মে এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। এর পর ত্রিপুরা সরকার এডিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর করেছে। রাজ্যপাল এডিসি-র প্রশাসক হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যসচিব জি কে রাওকে নিযুক্তি দিয়েছেন। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে টিপিএফ। আজ ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ত্রিপুরার সাতটি স্থানে রাস্তা অবরোধ আন্দোলন শুরু করেছে। এ-বিষয়ে পাতালকন্যা জমাতিয়া বলেন, এডিসি-তে প্রশাসক নিযুক্তিতে জনজাতিদের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। কারণ, রাজ্যপাল নয়, জনগণ এডিসি গঠন করে থাকেন। তাই, জনগণের রায় নিয়ে এডিসি-তে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির পরিচালন ক্ষমতা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের হাতে দেওয়ার দাবীতে পথ অবরোধ টিপিএফের। ছবি নিজস্ব।

বিভিন্ন রাজ্যে সভাপতি পরিবর্তন করতে চলেছে এআইসিসি

।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। নয়াদিল্লী, ১৫ জুন।। বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি পরিবর্তনের পথে হাটতে চলেছে এআইসিসি। সেই সাথে বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআই সিসি ইনচার্জও পরিবর্তন করা হবে। খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এআইসিসির একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত মল্লিকার্জুন খার্গে, জম্মু ও কাশ্মীরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অম্বিকা সোনি, অন্ধ্রপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওমনচন্ডি, ত্রিপুরার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১০, সংখ্যা বেড়ে ১০৮৯, সুস্থ ৪৩৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরায় নতুন করে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ৯ জন সিপাহ্বিজলা এবং ১ জন দক্ষিণ জেলার বাসিন্দা রয়েছেন।

আজ রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় জানান, ১৫২৯টি নমুনা পরীক্ষায় ১০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাদের সকলের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। এ নিয়ে ত্রিপুরায় মোট সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০৮৯। সুস্থ হয়েছেন ৪৩৩ জন।

এদিকে, গতকাল ১১৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। আজ তাদের ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত আরও ১১৮ জনকে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইদিন রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে তাদেরকে ছাড়া হয়। পর পর দুইবার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর সরকারী নির্দেশিকা মেনে তাদেরকে ছাড়া হয়। এইদিন ১১৮ জনকে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও আগামি আরও কিছু দিন তারা সকলে নিজ নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে।

তবে এইদিন যারা ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছে তারা এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেওয়ানপাশায় গৃহবন্দী ৪৪ পরিবার চরম আর্থিক সংকটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। যুবরাজনগর ব্লকের দেওয়ান পাশা গ্রামে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। রেডজোনে থাকা ৪৪টি পরিবার বিগত ১৩ দিন ধরে গৃহবন্দি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একই অবস্থা যুব রাজনগর গ্রাম সভার বেশ কিছু এলাকা। এই দুটি এলাকায় মোট তিনজন করোনা রোগী পাওয়া গেছে। রোগীদের চিকিৎসার জন্য আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিন জন রোগী পাওয়ার পর এই দুটি এলাকাকে রেডজোন ঘোষণা করা হয়েছে।

রেড জোন ঘোষণার ফলে এলাকার লোক বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। গ্রামবাসীদের রুজি রোজগার বন্ধ চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু প্রসাশনের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য করা হচ্ছে না। এই ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন কগ্রেস। প্রসাশন ও স্থানীয় পঞ্চায়েত এদের প্রতি কোনো লক্ষ রাখছে না রবিবার জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু, আহত একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ফের মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় অকালেই ঝরে গেল দুটি তরতাজা প্রাণ। হাইস্পিড বাইক এবং পণ্য বোঝাই অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালো শান্ত বিশ্বাস ও প্রসেনজিত সরকার নামে দুই যুবক। সোমবার বিকেলে এই ঘটনাটি হয়েছে রাজধানী সংলগ্ন বড়জলা এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার পরই পালিয়ে যায় অটো চালক।

সড়ক দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই হ্রাস পাচ্ছে না রাজ্যে। প্রতিদিনই কোন না কোন জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে নিরীহ পথচারী থেকে শুরু করে যান চালকদের। সেই সঙ্গে দুর্ঘটনায় বাড়ছে পঙ্গু মানুষের সংখ্যাও। কিন্তু এরপরেও লাগাম টানা যাচ্ছে না দুর্ঘটনার। লকডাউনের মধ্যেও রুটিন করে এসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চলছে। মাত্র রবিবার বিকেলে রানীরবাজার থানাধীন জাতীয় সড়কের কড়ইবন এলাকায় লরি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিল এক যুবক। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আরো একটি দুর্ঘটনা কেড়ে নিলো দুই যুবকের তরতাজা প্রাণ। বেপরোয়া চালনার খেসারত দিতে হল তাদের। একেবারে বেঘোরে প্রাণ গেল বাইক চালক ও আরোহী দুজনের। দ্রুতগামী পণ্যবাহী অটো এবং হাইস্পিডের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় এক যুবক। অপরজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়।

সোমবার বিকেলে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রাজধানী সংলগ্ন বড়জলা সড়কের রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, এদিন আগরতলা শহরের উদ্দেশ্যে একটি হাইস্পিডের বাইক নিয়ে দ্রুতগতিতে আসছিল দুই যুবক। বিপরীত দিক থেকে যাচ্ছিল একটি বেপরোয়া পণ্যবাহী অটো। আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই বাইক ও অটোর মধ্যে প্রচন্ড গতিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বিকট আওয়াজ পেয়ে মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকার লোকজন। ঘটনাস্থলে এসে তারা দেখতে পায় রক্তে ভেসে যাচ্ছে আশপাশ এলাকা। দুই যুবক বাইক থেকে ছিটকে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষ খবর দেয় পুলিশ ও দমকল অফিসে।

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের গাড়ি। কিন্তু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ থেকে আরও ২৩০ জন নাগরিক ১৮ জুন রাজ্যে ফিরছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। করোনা-র প্রকোপে লকডাউনে বাংলাদেশে আটকে থাকা আরও ২৩০ জন ত্রিপুরার নাগরিককে রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। আগামী ১৮ জুন তাঁরা আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) দিয়ে রাজ্যে ফিরবেন।

এ-বিষয়ে আজ সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ইতিপূর্বে বাংলাদেশ থেকে ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক বিদেশ মন্ত্রকের সহায়তায় রাজ্যে ফিরেছেন। গত ২৮ মে তাঁরা আগরতলা আইসিপি দিয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন। আরও ২৩০ জনকে ত্রিপুরায় ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। তিনি জানান, বিদেশ মন্ত্রক এক চিঠিতে জানিয়েছে, আগামী ১৮ জুন ওই ২৩০ জন ত্রিপুরার নাগরিক রাজ্যে ফিরবেন। তাঁরা বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে গিয়ে লকডাউনে আটকে পড়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, প্রথম দফায় বাংলাদেশ ফেরত ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের প্রত্যেকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার পর তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের সংস্পর্শে গিয়ে ৬ জন বিএসএফ, একজন চিকিৎসক সহ আগরতলা আইসিপি-তে ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ ফেরত সকলকেও প্রাতিষ্ঠানিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আট জেলাতেই কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত সাত দফা দাবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া/ বিলোনীয়া, ১৫ জুন।। সোমবার সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সাত দফা দাবীর ভিত্তিতে প্রতিবাদ ও ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচী পালন করা হয়। এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রতীবাদ কর্মসূচীতে সামিল হন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই এই কর্মসূচী সংগঠিত করা হয় বলে জানান পিসিসি-র অস্থায়ী সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস। গরীব না বাঁচলে শিল্প প্রতিষ্ঠান চলবে না। তাই তাদের বাঁচাতে হবে। শিল্প গোষ্ঠীকে কেবল প্রধান্য দিলে চলবে না। এই বিষয়ে জানান পিসিসি-র অস্থায়ী সভাপতি পীযুষ বিশ্বাস। তাদের দাবি গুলিকে বাস্তবায়িত করার দাবি জানান তিনি।

৭ দফা দাবির ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি আমবাসায় জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগেও নিরব কর্মসূচী পালন করা হয়। একই সাথে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সোমবার দুপুরে আমবাসা কংগ্রেস ভবনের সামনে জনগণের স্বার্থে ৭ দফা দাবি নিয়ে ১ ঘন্টা নীরবতা পালন করে কংগ্রেসের কর্মীরা। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবি হলো, রেগার কাজ ২০০ দিন করা, বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবা ও সৎ মায়ের নির্যাতনের শিকার মেয়ের সাথে কথা বলল শিশু সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুন।। জন্মদাতা পিতা ও সৎ মায়ের ক্রমাগত আক্রমণের শিকার ১৫ বছরের নাবালিকা। এই খবর পেয়ে নাবালিকা ছাত্রীর দাদুর বাড়িতে যান ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন। সোমবার ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ সহ এক প্রতিনিধিদল সেই বাড়িতে যান। তিনি তেলিয়ামুড়া থানার নেতাজিনগর এলাকার নাবালিকা মেয়েটির দাদুর বাড়িতে যান। মেয়েটি ও তার দাদুর বাড়ি লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। পুরো ঘটনাটি বিস্তারিত জানেন। নাবালিকা মেয়েটির পিতার বাড়ি ধলাই জেলার আমবাসার জয়ন্তী বাজার এলাকায়। মেয়েটির বয়স যখন দেড় বছর ছিল তখন তার নিজের মা মারা যায়।

পরে নাবালিকা মেয়েটির পিতা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকে নাবালিকা মেয়েটির উপর অত্যাচার শুরু হয়। মেয়েটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মদাতা পিতা ও সৎ মায়ের অত্যাচার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় সারাদিন বাড়ি ছাড়া থাকতে হতো। এমনকি মা-বাবার চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে ভাত খেত হত নাবালিকাকে। আর ধরা পড়লে চলত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। তার মধ্যে দিয়েই মেয়েটি পড়াশোনা চালিয়ে যায়। পরে তার মাসি খবর পেয়ে মেয়েটিকে তার সাথে দাদুর বাড়ি তথা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। এই খবর সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার বিকালে যান ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ।

পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেন। মেয়েটি তার জন্মদাতা পিতার বাড়িতে যেতে নারাজ। চোখের জলে নাবালিকা মেয়েটি অনাথ আশ্রম থাকতে রাজি। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নাবালিকা মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মেয়েটিকে হোমে পাঠানো হবে বলে জানান। এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.)।। দেশের রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার যেভাবে বাড়ছে, তা সত্যিই উদ্বেগের! উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। দিল্লিতে করোনা-পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সর্বদলীয় বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অমিত শাহের অনুরোধ, রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে আমাদের।

এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি, কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি যোগ দিয়েছিল। প্রতিটি দলের কাছেই মতামত জানতে চেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। রাজনৈতিক দল ছাড়াও, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব, দিল্লির মুখ্য সচিব এবং দিল্লি সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্বাস্থ্যও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে দিল্লি বিজেপির সভাপতি আদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা আজ থেকে

পঞ্চমে ১০ ও অষ্টম শ্রেণিতে ১৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী হয়েছে অকৃতকার্য ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরার সরকারি, সরকার অধীনস্ত স্কুলগুলিতে আগামী ১৬ জুন থেকে বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরার শিক্ষা দফতরের তরফে অভিভাবকদের শংসাপত্র সংগ্রহ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এদিকে, পাশ-ফেল প্রথা চালু হওয়ার দরুন পঞ্চম শ্রেণিতে ১০ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণিতে ১৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। তবে, তাদের স্কুল খোলার এক মাসের মধ্যে বছর বাঁচাও প্রকল্পের অধীনে পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে।

এ-বিষয়ে আজ সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, করোনা-র প্রকোপে লকডাউনের জেরে বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। আগামী ১৬ জুন থেকে ওই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, ১৬ জুন একাদশ শ্রেণি, ১৮ জুন নবম শ্রেণি, ১৯ জুন তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি এবং ২০ জুন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

তাঁর কথায়, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শংসাপত্র পৌঁছে যাবে। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বদলে অভিভাবকদের বিদ্যালয় থেকে শংসাপত্র সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে লিখিত পরীক্ষার রেওয়াজ নেই। ওই ছাত্রছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। আগামী ২৫ জুনের মধ্যে তাদেরও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এদিন তিনি জানান, তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ত্রিপুরায় সরকারি এবং সরকার অধীনস্ত বিদ্যালয়গুলিতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিখন স্তর নিম্নমানের ছিল। তাই নতুন দিশা প্রকল্পে ওই ছাত্রছাত্রীদের শিখন স্তরের মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে অনেকটা সাফল্য মিলেছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

মন্ত্রীর দাবি, বার্ষিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণিতে ৯২ শতাংশ, চতুর্থ শ্রেণিতে ৯৩ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। তেমনি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৯৩ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণিতে ৯৪ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণিতে ৮৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণিতে ৪৮,০৮৮ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪,৭১৮ জন, প্রায় ১০ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণিতে ৫৩,৩৩৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬,৮৪২ জন, প্রায় ১৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু বছর বাঁচাও প্রকল্পের অধীনে তাদেরকেও সুযোগ দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, স্কুল খোলার এক মাসের মধ্যে তারা পরীক্ষা দিতে পারবে। এর জন্য বিশেষ কোচিঙের ব্যবস্থাও করা হবে।

সাত দফা দাবীতে এডিসি এলাকায় আন্দোলনে যাচ্ছে গণমুক্তি পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। সাত দফা দাবীতে এডিসি এলাকায় আন্দোলনে নামছি গণমুক্তি পরিষদ। সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন, সংগঠনের রাজ্য সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক রাধা চরণ দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে রাধাচরণ দেববর্মা বলেন, কিছুদিন আগে সংগঠনের কর্ম পরিষদের সভা হয়েছে। বিশেষ করে করোনার জন্য গোটা দেশের মধ্যে এবং আমাদের রাজ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। করোনার উদ্বেগজনক ভাবে মাত্রা বাড়ছে। রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষ মহামারির মতো আর্থিক সংকটের মহামারিতে পড়েছে। এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে সাত দফা দাবী আমরা উপস্থিত করতে চাইছি। আর্থিক ভাবে যেমন কিছুটা সুরাহা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪৩ ▫ ১৬ জুন ২০২০ ইং ▫ ২ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

এই অপরাধের ক্ষমা নাই

না, এই লজ্জা নিয়াই আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? ইহা শুধু লজ্জা নহে সভ্যতার, মানবতাার অপমান। ন্যূনতম মনুষ্যত্ববোধ থাকিলে এই দুষ্কর্মে মাতিয়া কলংকিত ইতিহাস তৈরী করিত না্া। যে ইতিহাস আমাদের বিবেক দংশন মনুষ্যত্বের অপমান বাড়াইয়া চলে সেই ইতিহাসের জবাব কি আমাদের দিতে হইবে না? রাজধানীর রামনগরের পর আবার রক্তদান শিবির করিতে গিয়া রক্তাক্ত হইলেন বিলোনীয়ার বাম ছাত্র যুবরা। রামনগরে রক্তদান শিবিরে হামলা করিয়া যে কলংকের ইতিহাস তৈরী হইয়াছিল তাহারই বোধহয় ন্যাক্কারজনক নজীর সৃষ্টি হইল বিলোনীয়ায়। রবিবার বিলোনীয়ায় দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় প্রয়াত কেশব বৈদ্যের বাড়ীর সামনে খালি জায়গায় রাজনৈতিক দলের কোনও সমাবেশ ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব রক্তদান দিবস। সেখানে বাম ছাত্র যুবদের আয়োজিত বিশ্ব রক্তদান দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রথমে বাধা, ভয় ভীতি প্রদর্শনে কাজ না হওয়ায় একদল বিজেপি উন্মত্ত বাহিনী ইট লাঠিসোটা নিয়া আক্রমণ শুরু করে। দফায় দফায় চলে আক্রমণ। এই আক্রমণে আক্রান্ত রক্তদান শিবির রক্তাক্ত হয়। কয়েকজনের উন্মত্ত আচরণে সর্বত্র নিন্দার ঝড় বহিয়া যায়। শুধু বিলোনীয়া আগরতলা নহে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রক্তদান তছনছ করিতেছে বিজেপির উন্মত্ত কর্মীরা।

একথা অনেক বেশী সত্যি যে, যেখানে শাসক দলের কর্মীরা রোগীদের অকাল মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে রক্তদানের শিবির চালু রাখিতেছে সেখানে গেরুয়া বাহিনী এইভাবে হামলা, রক্তাক্ত পরিণত আনিয়া দিতে প্যারে। রাজনীতিগত ভাবে মতভেদ থাকিতে পারে। একদল অন্যদলকে অপছন্দ হইতে পারে। কিন্তু, তাই বলিয়া রক্তদান শিবিরে হামলা। এইভাবে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো চরম কাপুরুষতা ছাড়া কিছুই নহে। রক্তের অভাবে রাজ্যের হাসপাতালগুলি চরম দূর্ভাবনায় কাটাইতেছে। যদি রক্তদানের আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করা না যায় তাহা হইলে এরাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

যুগে যুগে সংকীর্ণতাবাদীরা মহৎ কর্মের পথে অন্তরায় হইয়াছেন। রক্তদান শিবিরে আক্রমণ চালাইয়া যে নজীর স্থাপন হইয়াছে তাহা কি বিজেপি নেতারা মানিয়া নিতে পারেন বা পারিয়াছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কোনও মতেই এই মানবতাবিরোধী কাজকে সমর্থন দিতে পারেন না। এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে দোষি বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই কর্মে আস্কারা দেওয়ার অর্থই হইল মানবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যাহা আজকের রাজনীতি সমাজনীতি দৈন্যতাকে তুলিয়া ধরে। আমাদের ভারতের ঐতিহ্যতো মানবতার পুজা করা। ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতিই তো মানবতার আবেদনে সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধ ভারতকে কি আমরা গলা টিপিয়া হত্যা করিতে পারি? এই দেশ মুণি ঋষিদের দেশ, এই দেশ ভগবান বুদ্ধের দেশ। এই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বিশ্বের ঐতিহ্যশালী দেশগুলিকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি ত্রিপুরার মানুষ রক্তদানকে বাঁধা দাতাদের কোনও ক্ষমা করিতে পারে নাই।

সঠিক উপায়ে করোনা চিকিৎসা কি করে হবে

ড. বেদ প্রতাপ বৈদিক ।। নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পরে সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক করেন। এই দুই বৈঠকেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন, উপরাজ্যপাল অনিল বৈজাল ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সব থেকে ভাল খবর যেটা সেটা হল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসও এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেন। এর প্রমাণিত হয় যে ভারতে গণতান্ত্রিক চর্চা অনেক বেশি পরিপক্ক ভাবে কাজ করে চলেছে।এটা অস্বীকার করা যায় না কংগ্রেস নেতারা দোষারোপের রাজনীতি থেকে কখনও বেরিয়ে আসবে না। প্রতিদিন যে কোনও বিষয়ে সরকারের সমালোচনা করে জনতার চোখে নিচে নেমে যাচ্ছে কংগ্রেস। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছে কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই দুই বৈঠকে অনেকগুলি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার কথা আমি অনেকদিন আগে থেকে বলে আসছিলাম। সংক্রমিত এলাকাগুলোর প্রতিটি বাড়িতে স্ক্রিনিং করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা স্বাগত যোগ্য।এখন মাত্র ৩০ মিনিটেই হয়ে যাবে করোনা পরীক্ষা।মুম্বইতে করোনা পরীক্ষা শুরু মাত্র ২৫ টাকা থেকে।করোনা মোকাবিলায় মুম্বইয়ের ওয়ান রুপি ক্লিনিক যে ভাবে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সেই ভাবে কেন সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল কাজ করতে পারছে না।পুরোদস্তুর করোনা চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে চাপ না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত বৈঠকে নেওয়া হয়েছে, তা ভাল।কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে করোনা রোগীদের প্রতি যাতে কোনও প্রকারের গাফিলতি এবং অতিরিক্ত বিলের বোঝা না বানানো হয় সেটাও দেখা কর্তব্য সরকারের। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজে লোকনায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন সেটা স্বাগত যোগ্য। আমি চাই বিনামূল্যে মানুষের চিকিৎসা করা হোক।গুরুতর অসুস্থ তুলনায় সাধারন চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা অনেক বেশি।আইসিইউ এবং ভেন্টিলেটরে রাখার মতন রোগীদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েক হাজারের মধ্যেই সীমিত রয়েছে।কংগ্রেসের তরফ থেকে সরকারকে বলা হয়েছে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য করা হোক।এখানে একটু ভেবে দেখার বিষয় আছে যে সরকার রোগীদের চিকিৎসা বিনামূল্যে করাতে পারছে না। সেখানে তারা কি করে ১০ হাজার টাকা দেবে।

১৯ জুন থেকে তামিলনাড়ু চার জেলায় ফের লকডাউন

চেন্নাই, ১৫ জুন (হি.স.) : সংক্রমণ হুহু করে বাড়তে থাকায় ফের পুরো লকডাউনের পথে তামিলনাড়ু। সোমবার নতুন করে লকডাউনের ঘোষণা করল তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ু সরকারের তরফে বলা হয়েছে আগামী ১৯ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত পূর্ণ লকডাউন চলবে চার জেলায়। সেগুলি হল, চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চীপুরম এবং চেঙ্গালপেট জেলায়। ”সর্বাধিক কড়া লকডাউন” নাম দিয়ে সোমবার নতুন এই লকডাউনের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী।

সোমবার তামিলনাড়ুর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিল। সেই বৈঠকেই চার জেলায় পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার পাশপাশি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী। তাঁরাও মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণ লকডাউন করার পরামর্শ দেন।এরপরই আগামী ১৯ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যের চার জেলা চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চীপুরম এবং চেঙ্গালপেটে পূর্ণ লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ ব্যাপারে চার জেলার জেলাশাসককে গাইডলাইন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন করে হতে চলা লকডাউনে সবজি বাজার থেকে হোটেল খোলা থাকবে সকাল ছটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। তারপর পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যে সব দোকান নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করে সকালে সেগুলিই খোলার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মাসের দুটো রবিবার অর্থাৎ ২১ ও ২৮ তারিখ কোনও অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হবে না। সেদিন কোনও দোকান খোলা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংক্রমণের নিরিখে মহারাষ্ট্রের পরেই রয়েছে দক্ষিণের এই রাজ্যটি। তার মধ্যে আবার চেন্নাইয়ে সংক্রমণ উদ্বেগজনক। রবিবার একদিনে তামিলনাড়ুতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দু'হাজার জন। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে তামিলনাড়ুর মোট কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬৬১ জন।

বিনিয়োগ এলে তখনই হবে উন্নয়ন

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

একদিকে করোনা সংক্রমণের কারণে যখন দেশ ও গোটা বিশ্ব থেকে কেবল অশুভ সংবাদ আসছে। তখন বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার পেশাদার ভারতে এসে ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করছেন। তারা ভারতে আসতে আগ্রহী। এদের মধ্যে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন থেকেও রয়েছে। তবে কেন তারা ভারতে আসতে পারছেন না? আসলে ভারত সরকার ১৩ই মার্চ থেকে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা এবং বিদেশি কূটনীতিকদের ব্যতীত অন্য বিদেশীদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। করোনা সংক্রমণ রোধে করার জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছিল। সরকারের সিদ্ধান্তের পরে ভারতে সমস্ত বিদেশী বিমান চলাচল স্থগিত করা হয়েছিল। এখন এই তিক্ত সত্যটি গ্রহণ করা ভাল যে আমাদের গোটা বিশ্বের সঙ্গে করোনাকে নিয়েই চলতে হবে। প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই চলতে হবে। প্রতিষেধক না আসা পর্যন্ত আপনাকে এই সংক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। কি ভাবে করোনা এরিয়ে চলা যায়, তা সবাই জানেন। কমপক্ষে দুই গজ দৈর্ঘ্যের শারীরিক দুরত্ব রাখতে হবে।

বিশ্বের অর্থনীতি করোনার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। করোনার বিরুদ্ধে জয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এটি অব্যাহত থাকবে। যখন এইরকম পরিস্থিতি আমাদের সামনে থাকে, তখন আমরা ভারতে বিদেশী পেশাদার এবং বিনিয়োগকারীদের প্রবেশ কতদিন বন্ধ করতে পারি?

দেশে বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগের একান্তভাবে প্রয়োজন। এই সময়ে আরও বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে দেশে। চাকরি চলে যাচ্ছে। বেকারদের জন্য তখনই চাকরির সুযোগ তৈরি হবে যখন আমরা বিদেশীদের এখানে এসে আবার কাজ করার অনুমতি দেব। সর্বোপরি, সরকার কতক্ষণ ভারতে বিদেশী নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। তাকে এখন এ বিষয়ে ভাবতে হবে। এই বিষয়ে অবশ্যই সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা করা উচিত।

মোটামুটি হিসাবে, প্রায় দশ হাজার বিদেশী পেশাদার, বিনিয়োগকারী, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ, ইঞ্জিনিয়ার এবং উদ্যোক্তারা ভারতে আসতে আগ্রহী। তারা ইতিমধ্যে ভারতে কাজ করছিলেন। দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু প্রভৃতি শহরে তাদের কার্যালয় এবং শিল্প ইউনিট চালু ছিল। বর্তমানে এইগুলি সব বন্ধ রয়েছে। এ কারণে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই সংস্থাগুলির ভারতীয় কর্মীদের অবস্থা কী হবে তা বলার আর দরকার নেই। যখন সরকার তাদের দেশে প্রবেশের সবুজ সংকেত দেবে, তখন অবশ্যই বহু ক্ষেত্রে এর সুবিধা হবে।তাদের অফিস এবং শিল্প ইউনিটগুলিতেও কাজ শুরু হবে।মানুষ কর্মসংস্থান পাবে। তারা বেতনও পাবে। তার মানে জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাবে।এই মুহূর্তে এই জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আপনি মনে করে দেখুন যে ভারত সরকার গত ৫ ফেব্রুয়ারি চিন থেকে আসা সমস্ত ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছিল। এরপরে করোনার বিস্তার ঠেকাতে সরকার উপরোক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিল। এ কারণে ভারতে কর্মরত হাজার হাজার চিনা নাগরিক যারা চিনা নববর্ষ উদযাপন করতে গিয়েছিল তারা বর্তমানে সে দেশে আটকে ছিল। শুধুমাত্র দিল্লি-গুরুগ্রামে তিন হাজারেরও বেশি চীনা নাগরিক আলিবাবা, হুয়াওয়ে, ওপ্পো মোবাইল, মিতু, বেদুর মতো সংস্থায় কাজ করছেন। হুয়াওয়ে সম্ভবত চিনা পেশাদারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখানে একটি বড় বিনিয়োগও রয়েছে। তারা আসলে দ্বিমুখী সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথমত, তারা করোনার দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং যা রয়ে গিয়েছিল তা তাদের নিজের দেশের বিস্তারবাদি নীতির জন্য নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে চিনের নাগরিকদের প্রতি ভারতের সরকারের মনোভাব খুব কমই নরম। তবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ভারতে আসতে দেওয়ার বিষয়ে সরকারকে ভাবতে হবে। এঁরা সকলেই ভারতের মিত্র রাষ্ট্র।

এটি সুপরিচিত যে ভারত-জাপানের সম্পর্কের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ভারতও লাভবান হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী এবিং জাপানি প্রধানমন্ত্রী ধর্মনগরী বেনারসে গিয়েছিলেন। দুজনই দশাশ্বেমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতিতেও অংশ নিয়েছিলেন। ভগবান গৌতম বৌদ্ধের কারণে জাপান একটি সংবেদনশীল স্তরে নিজেকে ভারতের কাছাকাছি বলে মনে করে থাকে। এখন জাপান বুলেট ট্রেন প্রকল্প নিয়ে ভারতে আসছে। বলা বাহুল্য যে বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি ভারতের জন্য অত্যন্ত বিশেষ। ভারত এই বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য জাপানের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণও পাচ্ছে। ভারত-জাপানের সম্পর্কের মতো দক্ষিণ কোরিয়ার সাথেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া ভারতেও প্রচুর বিনিয়োগ করছে। রাজধানী দিল্লিতে এখন একটি কোরিয়ান ওয়ার মেমোরিয়ালও নির্মিত হচ্ছে। দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে ৫০ এর দশকের যুদ্ধে ভারত সহ ২২ টি দেশ দক্ষিণ কোরিয়াকে সমর্থন করেছিল। তবে এই ধরণের কোরিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল কেবল ভারতে ছিল না। এখন এই ঘাটতিও পূরণ হতে চলেছে।

তবে ভারতে কাজ করার জন্য ভারত সরকারকে অবিলম্বে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের ভিসা দিতে হবে।ভারতকে তার মিত্রদের চিনতে হবে। আমরা এই দেশগুলিকে চিন এবং পাকিস্তানের মতো দেশের ক্যাটাগরিতে রাখতে পারি না।তদুপরি, আমরা যদি করোনার পরে চিন থেকে বাইরে চলে আসা সংস্থাগুলিকে নিজেদের দেশে নিয়ে আনতে চাই তবে আমাদের শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু কথা বললেই চলবে না।এখনই দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থাগুলি চিন ছেড়ে ভিয়েতনামে যেতে পছন্দ বেশি করছে। গত মার্চ পর্যন্ত ভারতে ১৫০০০ দক্ষিণ কোরিয়ান নাগরিক ছিলেন। এই মুহূর্তে প্রায় ২৫০০ হাজার রয়েছে। তারা লকডাউনের আগে তাদের দেশে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি। এখন তারা অবিলম্বে এ দেশে ফিরিয়ে আনা উচিত। সরকারের উচিত এদের দ্রুত সাহায্য করা।সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। তবে অলস ও অসাবধান আমলাদের উপর আরও কড়া করতে হবে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নিয়ে নয়, বিদ্বেষ নিয়ে ভাবিত

অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেটা খুব ভুল করেছে শক্ত পাথার ভেঙে/ মানুষ ছিল নরম, কেটে, চড়িয়ে দিলে পারতো/ অন্ধ ছেলে, বন্ধ ছেলে, জীবন আছে জানলায়/ পাথার কেটে পথ বানানো, তাই হয়েছে ব্যর্থ'। (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

রক্তের রং সবচেয়ে প্রিয়। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ফেলে রেখে গেছে কারা, থেঁতলে যাওয়া একটা মাথা, উপড়ে আসা চোখ, কালচে রক্ত জমাট বেঁঝে থিকথিক করছে শরীরে আর কিছুটা যা গলগল করে বেরিয়েছিল মুখের চলকানিতে—ছড়িয়ে গেছে শহরময়। গলিঘুপতি থেকে রাজপথ— আকাসেণ রং অবধি পাল্টে গেছে আজ। মানুষ মানুষের শরীরথেকে আঁচড়ে খামচে, শানিত নখ দ্যাবদ্যাবে ঢুকিয়ে হৃৎপিণ্ড দোফালা করে রক্ত মাখছে মুখময়। উল্লাস। অট্টহাস্য। সবচেয়ে প্রিয় রক্তের রং।

ইতিহাস বড় বিরক্তিকর। অচ্ছুতের তো ইতিহাসই হয় না। আরনা বনটেম্পসের লেখা 'স্টোরি অফ দ্য নিগ্রো' পড়লে জানা যায়, এ পৃথিবীর কারিগরদের কথা। অথচ একসময় এদেরই আদমশুমারি হত না। আদমই তো নয় দাস, যদিও এঁরাই লড়াই করে সিভিল রাইট ছিনিয়ে নিয়েছিল একদিন। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছে, আজকের দিনেও সামগ্রিক নাগরিকমনে বসবাসের কতটা অধিকার অর্জন করেছিলেন এঁরা? সেটা জানাই আসল বিষয়। তথ্য বলছি, ১৮৮০ অবধি প্রায় ১০.৭ মিলিয়ন আফ্রিকানকে আমেরিকায় পাচার করা হয়েছিল। লিঙ্কনের সময় থেকেই অনেক তর্ক করেছিলেন, যাঁদের দাস হিসেবে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আনা হয়েছে তারা মার্কিন নাগরিকত্ব ও গণ অধিকার পাবেন কোন যুক্তিতে? সুতরাং আজ এঁদেরই বংশধররা পুনরাবৃত্ত ইতিহাস পুনর্বদলের যে যুদ্ধে নেমেছেন তার প্রকৃতি নিয়ে দু'একটা ধন্দ রয়েই যাচ্ছে। প্রথম, লড়াইটা ট্রাম্পের রাজনীতির বিরুদ্ধে নাকি চিরন্তর বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত যদি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে হয়, তাহলে বর্ণ বিদ্বেষের পুরনো ঘা-টাকা খুঁচিয়ে গ্যাংরিন করতোলো একটা বিষয় ঠিকই কিন্তু মূল কারণ হয়ে উঠতে পারে না। আর যদি কালো মানুষকে হত্যার বিরুদ্ধে হয় তাহলে তো বলতে হয় শুধু কালো মানুষ কেন , যে কোনও মানুষকে স্রেফ বিদ্বেষের কারণে হত্যরা বিরুদ্ধে গর্জে ওঠাই তো সমীচীন। তাই জানতে হয়, জনরোষের লক্ষ্যটা কী? ট্রাম্পের অপসারণ,নাকি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আইনের অধিকার অর্জন? একটা লড়াই রাজনৈতিক আর অন্যটা সামাজিক মনস্তত্ত্বের। দুটোই 'পুরাতন' যুদ্ধের নয়া আঙ্গিকমাত্র—ভেবে দেখা দরকার। প্রকৃতিতে, হিংসা বড় সহজ, প্রতিহিংসা আরও বেশি। বিদ্বেষ নিতান্ত-মামুলি, হত্যা পরবশ আরও বেশি। মিথ্যা দারণ সুন্দর সত্য কন্য সুন্দর। আর সত্য এই যে, হত্যাই হল সভ্যতার প্রকৃতি ভিত্তিমর্মর। সেই কবেকার ন্যাংটো আদিম যুগে মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছিল পাথরের অস্ত্র অবং আগুন। ফুলের মালা কিংবা কাব্য নয় কিন্তু। আর আজও বিশ্বব্যাপী সেই আদিম আগুন জ্বলছে মানুষের বুকের ভেতরে—কখনও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের নামে, কখনও হিন্দু-মুসলমানের নামেস কখনও ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নামে, কখনও আবার নারী পুরুষের নামে। আর অচকিতভাবেই লকলক করে একটা জিভ বেরিয়ে আসছে কখনও ব্লড হয়ে কখনও রড়, বন্দুক কিংবা দানবিক বোমা হয়ে।

আজ আমেরিকার এক শ্রেণি যে লড়াই লড়ছে তা কোনও রাজনীতির বিরুদ্ধে নয়। কিংবা সুবিতারের অধিকার অর্জনের জন্য নয়। লড়ছে দাঁতমাজা অভ্যেসের মতো আজন্মপালিত এক মানসিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। রাজনীতিকে ব্যবহার করে সমাজমনকে পাল্টে দেবার লড়াই এটা। বিদ্বেষ দু-প্রতারের— এক, প্রত্যক্ষ বিদ্বেষ ও দুই, পরোক্ষ বিদ্বেষ। প্রত্যক্ষ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়া যায় সরাসরি, কেননা সেখানে পক্ষ-নির্বাচন করাই থাকে। যুগে যুগে বহু মানুষ সে লড়াই লড়ে কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। কিন্তু, পরোক্ষ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করা সবচেয়ে কঠিন। রাজনৈতিক দলকে লক্ষ্য করে সাম্প্রদায়িক বলেচিৎকার করা যতই সহজ হোক, তবুও ভেবে দেখা দরকার কেন সাম্প্রদায়িক কোনও দল সংখ্যারিষ্ঠতার গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী হয়? হয়, কেননা অলিতে গলিতে বাজারে হাটে, বাড়িতে আড়ালে পাড়ার রকে চায়ের ঠেকে, আফিসে কাছারিতে সর্বত্র যে দ্বিপদে হেঁটেচলে বেড়ানো মধ্য উচ্চ নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় ঘুরছে,তাদের অন্তরাত্মা তো জানে, মুসলমান মানেই জঙ্গী (কই হিন্দু ব্যাটার নাম কোনও ৯/১১ বা ২৬ /১১-তে আসে না তো) ফেয়ার মানেই লাভলি কিংবা হ্যান্ডসাম (কোথাকার কালো কুচ্ছিত মেয়ে একে কেউ বাড়ির বউ করে—ছেলের ব্যাপার আলাদা, সোনার আংটি আবার বাঁকা, অবিশ্যি টল, ডার্ক অর্থ-রুজিত পক্ষপাতদুষ্ট) বড়লোক মানেই হাড়-চামার (ওহে কবলার,প্লিজ মেন্ড দ্য ব্যাড সোলস) ইত্যাদি। আর এইসব বহুবিধ রকমরি বাহারো আহা। মেরা ভারতও কম মহান নাকি।

গুজরাতের দাঙ্গা যে বছর হয় সে বছরে মার্টিন স্করসেজির একটা সিনেমা প্রেক্ষাগৃহের উন্মুক্ত হয় নাম 'গ্যাঙ্গস অফ নিউইয়র্ক। আমি যখন দেখেছিলাম, আমার 'আনন্দমঠ' এর একটি লাইন মনে এসেছিল 'অবস্থাবিসেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র'। এখন অবস্থা দুর্ভিক্ষের হোক কিংবা রাজরোষের অথবা সামাজিক মনস্তাত্ত্বিকতার আদিম প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য হিংস্র জন্তুটা তো বেরিয়ে আসবেই। কেউ কেউ বলবেন, ওটাকে চেপে রাখার নামই শিক্ষা। কিন্তু ইতিহাস জানে শিক্ষা ।তই কেমব্রিজ ফেরত হোক দ্য লিনিং টাওয়ার অফ পিসা অক্ষতই থাকে। এটাই বাস্তব—নানা রূপে নানা অছিলায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আমাদের কাল যেভাবে কেটে যায়

নীহারুল ইসলাম

কথার স্বাধীনতা না কথার স্বাদ-হীনতা? সে যাইহোক, এর জন্যই দুনিয়ায় কত লড়াই। সে আমরা আল্লার বান্দা হই বা ভগবানের ভক্ত কিংবা ঈশ্বরের ঈশা-মুশা, আমরা সবাই প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছি। আসলে লড়ে যাচ্ছি নিজের সঙ্গেই, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। সেই সঙ্গে কাজকর্মে না হলেও অন্তত মুখে বাঘ মারছি। সে রাজনৈতিক মঞ্চ হোক কিংবা ধর্মীয় জালসা। টিভির টক শো হোক কিংবা খবরের কাগজ। রক হোক কিংবা চায়েরদোকান। বাস কিংবা ট্রেন। কিন্তু করোনার কারণে এসব এখন লকডাউনে। অগত্যা টক-শো, ফেস্‌বুক, ট্যুইটারই ভরসা। নিজেরাই দেখছি। নিজেরাই লিখছি। নিজেরাই পড়ছি। নিজেরাই বকছি। নিজেরাই শুনছি। এই সবে প্রতিনিয়ত আমরা কত যে অকথা-কুকথার জন্ম দিচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। যদিও আমাদের কারও কোনওরকম বিরক্তি নেই। বুঝে না বুঝে 'লাইক' দিচ্ছি। নানারকম 'কমেন্ট' করছি। আমরা যেন সব এক একটা সবজান্তা গাছমাওয়ালা। আমাদের ভাবটা এমন— লাভ না হোক, ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে না। নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করে দিব্যি কাল কাটিয়ে যাচ্ছি। সেই কাল করোনার হাক কিংবা মরোনার । আহা বেঁচে থাকার এমন স্বাধীনতায় আমাদের আর কী চাই?

কিন্তু এই 'আমাদের' বাইরেও এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা এসব ব্যাপার একেবারেই কিছু জানেন না। জানবার চেষ্টাও করেন না। অবশ্য জীবন যুদ্ধ তাঁদের সময় কোথায় যে তাঁরা নিজের মতো থাকেন। নিজের মতো করে ভাবেন। নিজর মতো করে নিজের কাকজর্ম করেন। জীবনের সঙ্গে কোনও রকম ছলনা করেন না।

এঁরা একেবারে মাটিরমানুষ। শুঁকলে এঁদের গা থেকে মাচির গন্ধ পাওয়া যায়। ইদানিং আমাদের মতো সবজান্তা গামছাওয়ালাদের নিয়ে এঁদের হয়েছে মহাবিপদ। আমাদের কর্মকাণ্ডে এঁরা রীতিমতো তিতিবিরক্ত। আমরা সেভাবে এঁদের খোঁজ রাকি না। অথচ এঁদের নিয়ে কখনও কখনও এমন আচরণ করি, ওপর পড়া হয়ে এমন সব জ্ঞান দিই, যে-আচরণ যে জ্ঞানে এঁদের বেঁচে থাকা ওষ্ঠঅগত হয়। যা এঁরা কখনোই ভালো চোখে দেখেন না।

সেরকম একজন মানুষ আমাদের কাসেমভাই। আমি যখন কৈশরে ধোঁয়াপান করতে শিখি, বড়দের কাছে গন্ধ লুকনোর অপচেষ্টায় প্রথম প্রথম সিগারেট টানতা। তা দেখে সে বিড়ি টানতে টানতে বলেছিল 'সিকরেট মাহাইছো? এমুন সুমায় আসবে টানবার লেইগ্যা বিড়ির পুঙ্গা ধুঁড়ে বেড়াইবা।'

কাসেমবায়ের কথা বিফলে যায়নি। করোনাকালে পদে পদে টের পাচ্ছি। ছ'টাকার সিগারেট দশাটাকায় বিক্রি হচেছ। ;তারপর সেই দাড়িওয়ালা জাগালদার চাচা। মাঠ জুগিয়ে বেড়ানো যাঁর কাজ। বাড়িতে সুন্দরী ফর্সা বউ। দু-তিনচে ফুটফুটে সন্তান। অথচ লোকটা এই মাঝ বয়সে এসে প্রেমে পড়েছে ভাতারের ভাত না পাওয়া এক কালোনী সুন্দরীর। সে নিয়ে তাঁর বউ খুব অশান্তিতে আছে। অশান্তি বলেত স্বামীকে তো সে কিছু বলতে পারে না। বললেই স্বামী লাঠি-পেটা করবে। অগত্যা সে একে তাকে ব্যাপারটা বলেবেড়ায। আমিও বাদ পড়ি না। আমাকেও বলে। শুনে কে কী করেছে জানি না, তবে আমি সবজান্তা গামছাওয়ালা হয়ে একদিন জাগালদার চাচাকে বলি, 'চাচা, কাজটা কি ঠিক করছেন?

জাগালদার চাচা উত্তর করেন, ঠিক বেঠিক জানি না, বাপ্ সাদা তরমুজ আর কালে াতরমুজের ফারাক বুঝে কি? না বুঝলে শুনো, সাদা তরমুজের ভিতরটা টুকটুকা লাল।তা লাল তরজুম ছেড়ে ফ্যাকসা তরমুজ কেহু খায় না কাহুতে খেতে দ্যায় বাপ? কহ তো দেখি'।

কী কহিব ? জাগালদার চাচাকে কিছুই 'কহিতে ' পারিনি। এই করোনাকালে এমন অনেক ঘটনা চোকে পড়ছে, কানেও আসছে।

তারপর আমাদের গুরুপদদা গ্রাম থেকে এসে একটা চায়ের দোকান চালায় আমাদের ক্লাবের পাশেই। গুরুপদদার একটাই মেয়ে। মেয়েটার বয়স তখন বছর দশেক হবে। গুরুপদদা হঠাৎ তার বিয়ে জুড়ে বসল। সেই বিয়েতে গুরুপদদা আমাদের নেমন্তন্য করল। কণন সদ্য কলেজ বেরনো আমরা তো আবক। ওইটুকু মেয়ের বিয়ে। তা কী করে সম্ভব? আমরা গুরুপদদাকে অনেক করে বোঝালাম। ওইটুকু মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার জন্য। সব শোনার পর গুরুপদদা বলল, 'ভাল কথা বলছো দাদা তেমারা। কিন্ত আমার কথাটাও শোনো একবার, আমি সেই কোন সকালে চলে আসি দোকানে। তোমাদের বউদি পরের বাড়িতে ঝি খাটতে চলে যায়। মেয়েটা বাড়িতে একা থাকে। ওই ফাঁকে সে যদি কারও সঙ্গে কিছু ঘটিয়ে বসে। তখন আমি কী করবো? কোনও জবাবা দিতে পারিনি। গুরুপদদার মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্য খেয়ে এসেছিলাম।

এমন বিয়ের নেমন্তন্য এই করোনাকালেও আমাদের খেতে যেতে হয় লকডাউন অমান্য করে। সামাজিক জীব হয়ে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলি কী করে?

মনে পড়ছে আমার সইদুল্লা মামাকে। ধার্মিক পরিবারে জন্মেও ঘোর নাস্তি ছিলেন। হজ দূরের কথা, তিনি নামাজ রোজার ধার ধারতেন না। কেউ নামাজ রোজার কথা বললে বিরূপ মন্তব্য করতেন। তাই শুনে এক মৌলানাসাহেব তাঁকে বলেছিলেন, 'ভাই হাজীর বেটা আপনি। আপনাকে জ্ঞান দিবার কিছু নাই। খালি একটা কথা শোধাইছি, মরলে মাটি পাবেন তো?'

সইদুল্লা মামাকে বলতে শুনেছিলাম। 'মাটি না পাওয়ার কী আছে? আপনিই আমাকে মাটি দিয়ে আসবেন। না হলে পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াবো যে। তখন টিকতে পারবেন তো?' সইদুল্লা মামার কথা মিথ্যা হয়নি। সেই মৌলানাসাহেব সইদুল্লা মামাকে মাটি দেননি শুধু সইদুল্লা মামার জানাজাও পড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর পর চারদিনের কাজ, চল্লিশ দিনের কাজ উঠিয়েছিলেন দায়িত্ব নিয়ে। আমি দেখছিলাম। আজকের পৃথিবী ধর্ম আর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষকে সজাগ রাখতে মহা ব্যস্ত। টিভি খুললে অনেক পিরবাবা, অনেক যোগীবাবাদের পাওয়া যায়। খবরের কাগজ খুললে পাওয়া যায় স্বাস্থ্য নিয়ে আলাদা বিভাগ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> আজকের পৃথিবী ধর্ম আর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষকে সজাগ রাখতে মহা ব্যস্ত। টিভি খুললে অনেক পিরবাবা, অনেক যোগীবাবদের কাগজ খুললে পাওয়া যায় স্বাস্থ্য নিয়ে আলাদা বিভাগ। যারা প্রতিনিয়ত আমাদের সজাগ করে চলেছে। আমরাও তাদের কথামতো কী করলে, কী খেলে, কী পরলে ইহকাল-পরকালে সুস্থ থাকব, সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি।

সোমবার আগরতলায় শিক্ষা দপ্তরের সামনে ডিএসও ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

কাছাড়ের চেঙকুরি চা বাগানের পরিত্যক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা চালুর দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

শিলচর (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : পুরো এক বিঘা জমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল কাছাড় জেলার চেঙকুরি চা বাগানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে পিছপড়া এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। এখানে নেই কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কার্যালয় গৃহের নেই কোনও ধরনের সংস্কারকাজ। ফলে বৃহৎ এলাকার চা বাগানের গরিব শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত খরচ করে শিলচর শহরে ছুটতে হচ্ছে।

নব্বইয়ের দশকে বাগানের এই হাসপাতালটি বৃহৎ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাপাঙ ব্লক এলাকার অধিকাংশ গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে বাগানের দুরবস্থায় বাগানটি লকআউট ঘোষিত হয়। সেই থেকে চা বাগানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালটি। করিমজঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র ও আলাগাপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের আওতাধীন তাপাঙ ব্লকের অধীনে রয়েছে চেঙকুরি চা বাগান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি।

এর বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে হাসপাতালটির সংস্কার করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনরায় চালু করার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দ্যেশ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক মারফত সোমবার পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছে ইয়ুথ অ্যাগেনস্ট সোশাল ইভিলস (ইয়াসি)। স্মারকপত্রে ইয়াসি উল্লেখ করেছে, তাপাঙ ব্লক এলাকার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল চেঙকুরি চা বাগান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। সাতটি জিপি হল চেঙকুরি, কাঁঠাল, তাপাঙ, ইন্দ্রগড়, রোজকান্দি, বড়সাঙ্গন ও দিঘর শ্রীকোণা। এই সাত জিপি-র গরিব মানুষদের পক্ষে অনেক সময় শোচনীয় রোগী নিয়ে ১২ কিলোমিটার দূরবর্তী শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভবপর হয় না। ফলে বিনা চিকিৎসায় অকালে মৃত্যু ঘটে অসংখ্য রোগীর। তাই পুরনো এই হাসপাতালটির সংস্কার করে পুনরায় পরিষেবা চালু করলে এলাকার ৬০ হাজার মানুষ সরাসরি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। বছরের অসংখ্য অকালমৃত্যুর ঘটনাও হ্রাস পাবে বলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছে ইয়াসি নামের সামাজিক সংগঠন।

এদিন ইয়াসি-র পক্ষে জেলাশাসক কীর্তি জল্লিকে না পেয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংগিপির হাতে গণস্বাক্ষরিত স্মারকপত্র দুটি প্রদান করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সঞ্জীব রায়, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকিত লস্কর, দীনেশ কাহার প্রমুখ। করিমগঞ্জ লোকসভার সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, কাছাড় ও হাইলাকান্দির দুই জেলাশাসক এবং কাছাড় জেলা স্বাস্থ্য যুগ্ম অধিকর্তার কাছে স্মারকপত্রের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে।

লক্ষ্য ২১, নতুন করে সাজানো হয়েছে কাছাড় জেলা বিজেপি কমিটি

শিলচর (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে কাছাড় জেলা বিজেপি-র কমিটি। নতুন করে সাজানো কমিটির রূপরেখা সর্বজনীন করেছেন বিজেপির কাছাড় জেলা সভাপতি কৌশিক রাই। নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় কণাদ পুরকায়স্থের উপর আস্থা রেখেছে দলীয় নেতৃত্ব। পুরনো কমিটির আরেক সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিত ভট্টাচার্যকে নবনির্মিত কমিটি থেকে ছাটাই করে তার জায়গায় আনা হয়েছে অমিয়কান্তি দাসকে। উপ-সভাপতি পদে জগন্নাথ রায়, মিত্রা রায় ও গৌরী চক্রবর্তীকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এ বারের তালিকায় উপ-সভাপতি যে ছয়জনকে করা হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে বিমলেন্দু রায়, অভিরাম শর্মা, দীপায়ন চক্রবর্তী, গোলক গোয়ালা, চামেলি পাল ও রত্না দাস। ছয় সম্পাদক যথাক্রমে রাজেশ কুমার দাস, গোপালকান্তি রায়, পুলক দেব, গীতিন নাথ, লক্ষ্মীরানি যাদব এবং অনুপ রায়। গোলাপ রায় ফের কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন। নতুন অফিস সম্পাদক হয়েছেন জিষ্ণু সিনহা। ২০২১ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলকে চাঙ্গা করতে জেলা কমিটিতে রদবদল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ এক ফাঁকিবাজির স্লোগান, বলেছেন অসম প্রদেশ কং সভাপতি রিপুন

গুয়াহাটি, ১৫ জুন (হি.স.) : সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ একটি ফাঁকিবাজির স্লোগান। সোমবার গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেছেন অসমে দলীয় কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা প্রাইভেট স্কুল সংক্রান্ত সরকারের এক নির্দেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেতে গিয়ে আজ এই মন্তব্য করেছেন বরা। তাঁর কথায়, অসম সরকার সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ স্লোগানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। এই স্লোগান যে পুরো ভাঁওতা তা-ও শোনান রিপুন। তিনি বলেন, রান্নার গ্যাস সহ পেট্রোপণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের নিরিখে ২০০৪ সালের অনুপাতে হওয়া দরকার। কিন্তু তা হচ্ছে কি? এ থেকেই তো বোঝা যায়, সরকারের সদিচ্ছার অভাব কতটা। সব-কা সাথ সব-কা বিকাশের স্লোগান পুরো ভাঁওতাবাজি ছাড়া আর কী?উল্লেখ্য, লকডাউনে বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলের ফি অর্ধেক করার ঘোষণা করেছিল সরকার। কিন্তু বাস্তবে ফি পুরোটাই নিচ্ছে সব বেসরকারি স্কুল। কম্পিউটার চার্জ, লাইব্রেরি চার্জ সহ সব ফি আদায় করা চলছে।

এছাড়া তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে পেট্রোপণ্যের দাম ব্যারেল প্রতি বিকোচ্ছে ৪০ ডলারে। যা ২০৯৪ সালের সমান। কিন্তু অসমে গত ৮ দিনে পেট্রোল লিটার-প্রতি বেড়েছে ৪.৫২ টাকা ও ডিজেল বিকোচ্ছে ৪,৬৪ টাকায়। এ থেকেই বোঝা যায় সরকারের মনোভাব। কেন্দ্রীয় সরকার দেদার প্যাকেজ দিলেও কেন বাড়বে জিনিসের দাম? এ থেকে কী স্পষ্ট হচ্ছে? পেট্রোপণ্যকে জিএসটির আওতায় না আনা পর্যন্ত বর্ধিত হারে দাম আদায় না করার কথা বলেছেন রিপুন বরা।

ডিমা হাসাওয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনে অনুমোদন সরকারের, গুচ্ছ প্রকল্পের তথ্য সিইএম দেবোলালের মুখে

হাফলং (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। আর এই মেডিক্যাল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদন জানিয়েছে, জানালেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলাপচারিতায় দেবোলাল গারলোসা বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে ডিপিআর তৈরি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য হাফলঙে জায়গা খোঁজার কাজ চলছিল। কিন্তু এর জন্য প্রায় ৫০ বিঘা জমির প্রয়োজন। তাই হাফলঙে জমি না পাওয়ায় এবার দিহাঙ্গিতে ৫০ বিঘা জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অনুমোদন জানানোয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, রাজ্যের অর্থ শিক্ষা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ মন্ত্রী চন্দন ব্রহ্মকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

সোমবার ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরে সিইএম বলেন, জেলার দিয়ুংমুখে ৭০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। তাছাড়া উমরাংসোতে লংকু জল বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠছে। মান্দারডিসায় তৈরি হচ্ছে ব্যাম্বু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং এই পার্ক নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে ডোনার (ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন) মন্ত্রালয় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তাছাড়া দিহাঙ্গি তিনআলি থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত দীর্ঘ চারলেন সড়ক পথ নির্মাণ করা হবে। লঙ্কা থেকে উমরাংসো পর্যন্ত সড়ক নির্মাণোর কাজও শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন দেবোলাল গালর্সো।

এদিন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে দেবোলাল গারলোসা বলেন, এবার মাধ্যমিকে ডিমা হাসাও জেলায় পাশের হার বৃদ্ধি হয়েছে অনান্য বছরের তুলনায়। কোভিড-১৯-এর জন্য এবার অনেকেই বাইরে পড়তে যেতে পারবেন না। তাই ডিমা হাসাও জেলা সদরে হাফলং সরকারি কলেজ, উমরাংসোতে ছাত্রছাত্রীদের ভরতির জন্য আসন বাড়ানো হবে। তাছাড়া মাইবাং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বিজ্ঞান শাখা এ বছর থেকে চালু করা হচ্ছে যা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।

পূর্ণেন্দু ও নিন্দু লাংথাসা খুনের ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে গৌহাটি হাইকোর্টে দাখিল করা হলফনামায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিন্দু ও পূর্ণেন্দুর হত্যা এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এটা উচিত ছিল না। এই ঘটনা ২০০৭ সালে সংগঠিত হয়েছিল। এর পর ২০০৮ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় কাউকে গ্রেফতার করলেই সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করত পুলিশ। কিন্তু ওই ঘটনা সে সময় সংগঠনের মাধ্যমে হয়েছিল। তাই ওই হত্যাকাণ্ডের জন্য শুধু আমাকে দোষী করলে ঠিক হবে না। সে সময় ডিমা হাসাও জেলায় যে সব ঘটনা সংগঠিত হয়েছে সব আমার ঘাড়ে চেপে দেওয়া হচ্ছে। সব ঘটনায় কি আমি জড়িত ছিলাম? সবই সে সময় জঙ্গি সংগঠনের মাধ্যমে হয়েছিল।

তিনি এদিন বিরোধী দল ও সমালোচকদের এক হাত নিয়ে বলেন, তাঁকে সিইএম পদ থেকে পদত্যাগ করতে যাঁরা বলছেন এতে তার কিছু আসে যায় না। তাই পদত্যাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বিরোধী বা তাঁর সমালোচকরা তাঁকে সিইএম পদে বসায়নি। সিইএম করেছে দল ও সাধারণ মানুষ। তাই এ নিয়ে আদালত যে সিদ্ধান্ত দেবে তাকে তিনি মাথা পেতে নেবেন বলে জানান।

দেবোলাল বলেন, ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর কংগ্রেস সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নেতৃত্বে তাঁরা অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার পর তদানীন্তন সরকার তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের কিছু নেতাকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অস্ত্র সংবরণ করে মূল স্রোতে ফিরে এসে সংবিধান মেনে ২০১৩ সালে নির্বাচনে লড়াই করে জয়ী হয়ে তিনি পার্বত্য পরিষদের সিইএম হয়েছেন। তাই এখন একটাই লক্ষ্য, ডিমা হাসাও জেলার সার্বিক উন্নয়ন। পাহাড়ি এই জেলার সার্বিক উন্নয়নে তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকবেন বলে দাবি করেন দেবোলাল গারলোসা।

কোভিড-১৯ নিয়ে বলতে গিয়ে সিইএম বলেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাকে কোনও রাজনৈতিক দল সাহায্য করেনি। আমাকে জেলার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষ যে ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, তার জন্য সংশ্লিষ্টদের কৃতজ্ঞতা জানান দেবোলাল গারলোসা। তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে সকলের সহযোগিতা একান্ত জরুরি। বলেন, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা যাতে সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন। কারণ যাঁরা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন তাঁরা কোনও বিয়ে বাড়িতে আসেননি বলে মন্তব্য করে দেবোলাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের আবাসিক সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা চিকিৎসক থেকে শুরু করে ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী এবং করোনার বিরুদ্ধে যাঁরা কাজ করছেন তাদের সহযোগিতা করুন। তা হলেই আমরা করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম হব, বলেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

সোমবার আগরতলায় চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকার ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

২৪ ঘণ্টায় তৃতীয়বার, ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাট

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাট। সোমবার দ্বিতীয়বার এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ ফের ভূমিকম্প হয়েছে। জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে ৪.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চল। এই নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় তৃতীয়বার

রবিবার রাতেই ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রথমে সোমবার দুপুরে মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় গুজরাটে। সোমবার দুপুর ১২.৫৭ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন টের পাওয়া যায় গুজরাটের রাজকোট থেকে ৮৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। রিখটার স্কেলের ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৪। কচ্ছ অঞ্চলেও কম্পন টের পাওয়া যায়। এরপরই এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ ফের ভূমিকম্প হয় গুজরাটে। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৪.১। ভূজ সিসমোলজি ডিপার্টমেন্ট সূত্রে খবর, বাছাউ অঞ্চলের ৬ কিলোমিটার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে ছিল এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

এর আগে রবিবার রাত ৮.১৩ মিনিট নাগাদ ৫.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় গুজরাটের রাজকোটের কাছে, কম্পন টের পাওয়া যায় রাজকোট থেকে ১২২ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে। গত ২৪ ঘণ্টায় তিনবার ভূমিকম্প ছাড়াও রবিবার থেকে ১৫ বার আফটার শক বোঝা গিয়েছে গুজরাটে। বেড়েছে আতঙ্ক তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

শোণিতপুরে এনডিএফবি (এস) ক্যাডার গ্রেফতার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

তেজপুর (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : ২০১৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন এনডিএফবি-র সংবিজিত গোষ্ঠী রাজ্যে নরসংহার চালিয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে এনডিএফবি-(এস)-এর এক ক্যাডারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় সেনা ও সিআরপিএফ-এর যৌথ বাহিনী। ধৃতের নাম শিব বসুমতারি ওরফে সমখর বলে জানা গেছে।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে সেনার চতুর্থ কোর এবং সিআরপিএফ-এর ৩০ ব্যাটালিয়ান যৌথ অভিযান চালায় শোণিতপুরের মিসামারি দলপাড়া গ্রামে। ওই গ্রাম থেকে এনডিএফবি (এস)-এর ক্যাডার শিব বসুমতারিকে জালে তোলা হয়। সোমবার শোণিতপুর থানা প্রাঙ্গণে ধৃত জঙ্গি এবং তার কাছ থেকে উদ্ধারকৃত ৭.৬৬ পিস্তল এবং একটি হ্যান্ড গর্যানেড সাংবাদিকদের দেখানো হয়েছে।এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমল মাহাতো জানান, শোণিতপুরের পাশাপাশি উত্তর অসমের একাধিক এলাকায় এতদিন ধরে সাধারণ নাগরিকদের ভীতি প্রদর্শন করে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আসছিল মোস্ট ওয়ান্টেড ধৃত জঙ্গিটি। জঙ্গি শিব বসুমতারি রাঙাপাড়ার দিপাঞ্জলি এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। তাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-ও খুঁজছিল। জঙ্গি ক্যাডার বসুমতারির সঙ্গে আর অন্য কোনও জঙ্গির যোগাযোগ রয়েছে কিনা সে সব তথ্য জানতে তাকে জেরা অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। এদিকে, সংবাদ মাধ্যমের কাছে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ধৃত এনডিএফবি (এস)-এর সদস্য শিব বসুমতারি। তার কথায়, ২০১৪ সালের গণহত্যার সঙ্গে সে জড়িত ছিল না। সে সময় সে জেলবন্দি ছিল। প্রদর্শিত সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রও তখনই জমা দেওয়া হয়েছিল বলে সে দাবি করেছে। সেনা-পুলিশ তাকে গ্রেফতারের নাটক করছে বলে অভিযোগ তুলেছে ধৃত শিব বসুমতারি ওরফে সমখর।

করিমগঞ্জের হাতিখিরায় গর্ভধারিণী মাকে পিটিয়ে খুন, গ্রেফতার অভিযুক্ত

পাথারকান্দি (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : গর্ভধারিণী মাতে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত ঘাতকপুত্র। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন হাতিখিরা চা বাগানের ২০ নম্বর লাইনে।

জানা গেছে, সোমবার বেলা প্রায় দুটো নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমারি গাড়া (৬০) নামের এক প্রবীণার মৃতদেহ তাঁরই বাড়ির পাশে কলা বাগানে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার কতিপয়। মৃতদেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্নও দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন বাজারিছড়া থানায়। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পরমানন্দ শইকিয়া ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিক তদন্ত করে তিনি মহিলাকে খুনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তার বছর ২৭-এর ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। ধৃত যুবকের নাম বিকি গাড়া ওরফে মুন্না। পেশায় সে একজন রেশন শোপ ডিলার। এদিকে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পরমানন্দ শইকিয়া অকুস্থলে গিয়ে রাজকুমারি গাড়ার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য এই খবর লেখা পর্যন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়নি বলে জানা গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে বাজারিছড়া থানার ওসি নির্মলকান্তি দে-কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে ময়না তদন্তের জন্য মহিলার লাশ করিমগঞ্জে পাঠানো হবে। এর রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। স্থানীয় একাংশ নাগরিক জানিয়েছেন, মাতৃঘাতক বিকি প্রায়ই কারণে অকারণে তার বৃদ্ধা মাকে মারপিট করত।

ছয়ের পাতায়

ভারতে পড়ছে সোনার দাম

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে চড়লেও ভারতে পড়ছে সোনার দাম। গত সপ্তাহে মোট ০.১২ শতাংশ দর পড়ার পরে সোমবার এমসিএক্স সূচকে ০.৪ শতাংশ পতনের জেরে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম যাচ্ছে ৪৭,১৫০ টাকা। পাশাপাশি, ০.৬ শাতাংশ পড়ার ফলে এ দিন প্রতি কেজি রুপোর দাম যাচ্ছে ৪৭,৪০৮ টাকা। গত শুক্রবার দাম নেমেছিল কেজিতে প্রায় ৯০০ টাকা।

ভারতে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ার পরে গয়নার দোকান খুলে গেলেও খদ্দেরের আনাগোনা এখনও বিশেষ নজরে পড়ছে না। গত সপ্তাহে প্রতি আউন্সে ২০ ডলার ছাড় দিয়েও গ্রাহকের দৃষ্টি ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছেন ডিলাররা। মনে রাখতে হবে, এ দেশে সোনার দামের মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে ১২.৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ৩শতাংশ জিএসটি।

চিনে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় দফার প্রকোপ শুরুর খবরে সোনার দাম চড়তে শুরু করেছে গত সপ্তাহ থেকেই। এ দিন স্পট গোল্ড সূচকে ০.২ শতাংশ উত্থানের জেরে প্রতি আউন্স সোনার দাম যাচ্ছে ১,৭৩৩.৪৫ ডলার। গত সপ্তাহে দাম বেড়েছিল ২.৫ শতাংশ এরও বেশি। ওই সূচকে এ দিন রুপোর দর ০.৪ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে প্রতি আউন্সের দাম যাচ্ছে ১৭.৫২ ডলার।

অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিট-কে মঞ্জুরি দিল আই সি এম আর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর সোমবার করোনা পরীক্ষার জন্য অ্যান্টিজেন টেস্টিং কিটকে মঞ্জুরি দিয়ে দিয়েছে।সংক্রমিত এলাকাগুলিতে করোনা পরীক্ষার জন্য এই কিট ব্যবহার করা হবে।

এই কিটের বিশেষত্ব হচ্ছে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই করোনার ফলাফল অতি সহজেই জানা যাবে।এর মাধ্যমে কারো পরীক্ষায় যদি করোনা পজেটিভ মেলে তবে তার আর আরটি পিসি আর পরীক্ষা করানোর দরকার নেই। এখনো পর্যন্ত গোটা দেশে আর টি পি সি আর- এর মাধ্যমে করোনা পরীক্ষা হতো। এর টেস্টিং রিপোর্ট আসতে চার থেকে ৫ ঘন্টা সময় লাগত।এতগুলো পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের জন্য মানুষের হাতের রিপোর্ট পেতে দুই থেকে তিন দিন সময় লেগে যেত।করোনা বিধ্বস্ত দিল্লিতে এর ব্যবহার বিপুল ভাবে করতে হবে।বর্তমান সময় গোটা দেশে দেড় লাখেরও বেশি কিট রয়েছে।

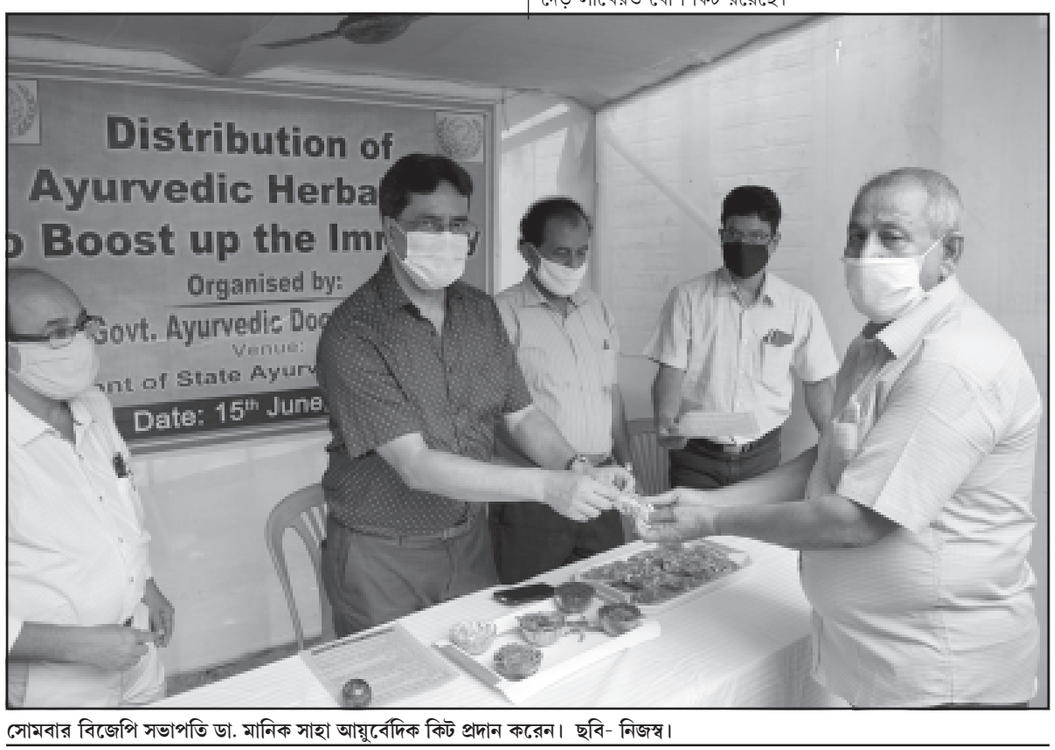

সোমবার বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা আয়ুর্বেদিক কিট প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বদলে গিয়ে আরও সংক্রামক হতে পারে করোনাভাইরাস: গবেষণা

ফ্লোরিডার একদল গবেষক মনে করছেন, তারা দেখাতে পেরেছেন যে নতুন করোনাভাইরাস এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যাতে এটি আরও সহজে মানুষকে সংক্রমিত করতে পারে।সিএনএন জানিয়েছে, ভাইরাসের এই পরিবর্তন মহামারীর গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারে কিনা তা দেখতে আরও গবেষণার প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।তবে গবেষণাটির সঙ্গে জড়িত নন এমন একজন বিজ্ঞানী বলছেন, সম্ভবত ভাইরাসটি পরিবর্তিত হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে যুক্তরাষ্ট্র ও লাতিন আমেরিকায় কেন এত সংক্রমণ ঘটেছে।বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির পরিবর্তিত হওয়া নিয়ে অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করছিলেন।ফ্লোরিডার স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকরা জানান, মিউটেশনটি ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনকে প্রভাবিত করে। এটি ভাইরাসটির বাইরের একটি কাঠামো, যা এটি মানব কোষে প্রবেশের জন্য ব্যবহার করে। যদি গবেষণার ফলগুলো নিশ্চিত হয় তবে বলা যাবে, প্রথমবারের মতো কেউ দেখাতে পেরেছে যে ভাইরাসের পরিবর্তনগুলি মহামারীটির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেওয়া স্ক্রিপস রিসার্চের ভাইরোলজিস্ট হেইরিয়ুন চো এক বিবৃতিতে বলেন, "গবেষণাগারে সেল কালচার সিস্টেমে রূপান্তরিত ভাইরাসগুলি অপরিবর্তিত ভাইরাসের চেয়ে বেশি সংক্রামক ছিল।"

কয়েকদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দাবি করে, নতুন করোনাভাইরাসটিতে এখন পর্যন্ত দেখা মিউটেশনগুলি উন্নয়নের পর্যায়ে থাকা ভ্যাকসিনগুলোর কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলবে না। আর গত সপ্তাহে তারা বলেছিল, রূপান্তরের কারণে ভাইরাস আরও সংক্রমণযোগ্য হয় না এবং মারাত্মক অসুস্থতার সম্ভাবনাও বাড়ায় না।

চো এবং সহকর্মীরা গবেষণাগারে একাধিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন 'ডি৬১৪জি' নামের একটি মিউটেশন ভাইরাসটিকে আরও অনেক স্পাইক দেয় এবং সেই স্পাইকগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে। এর ফলে এটি কোষগুলিতে আরও সহজে ঢুকতে

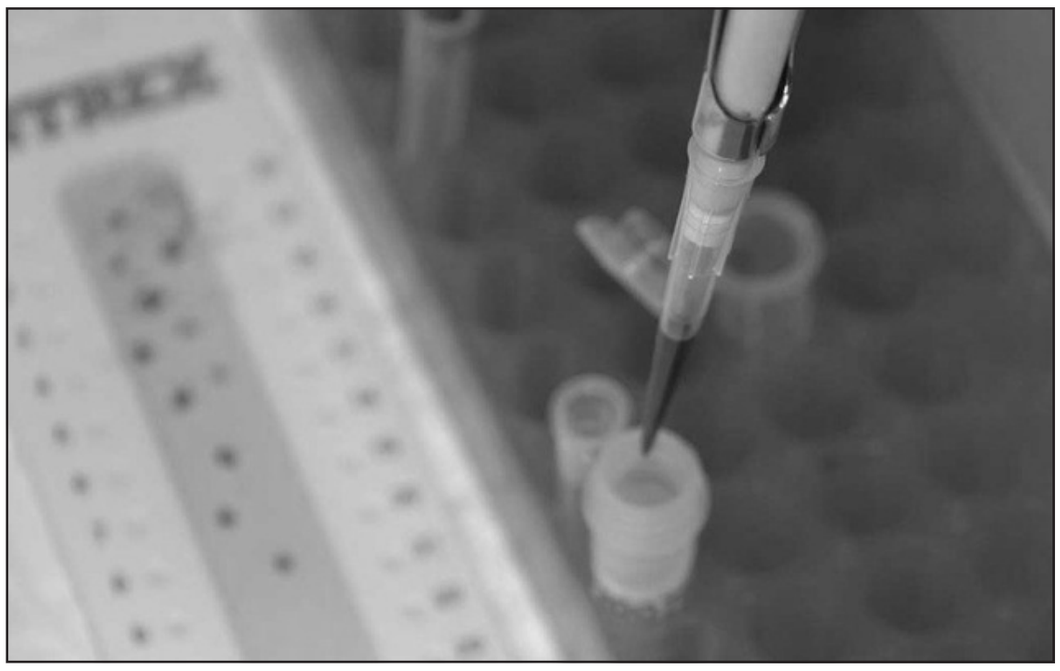

পারে।

গবেষকরা তাদের ফলগুলো বায়োআরক্সিভ নামে একটি প্রিপ্রিন্ট সার্ভারে পোস্ট করবেন। এর মানে এই ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা গবেষণাটি এখনও পর্যালোচনা করেননি।তবে চো এবং তার সহকর্মীরা তাদের কাগজপত্র একজন বায়োলজিস্ট, বায়োটেকনোলজির উদ্যোক্তা ও অ্যাক্সেস হেলথ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান উইলিয়াম হ্যাসলটাইনকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি মনে করছেন, এই গবেষণার ফলই ব্যাখ্যা করে পুরো আমেরিকা জুড়ে করোনভাইরাস কীভাবে সহজে ছড়িয়ে গেল।

হ্যাসেলটাইন সিএনএনকে বলেন, "এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি দেখায় যে ভাইরাসটি পরিবর্তিত হতে পারে, যা এটির জন্য সুবিধাজনক কিন্তু সম্ভবত আমাদের জন্য অসুবিধার। এখন পর্যন্ত এটি মানব সংস্কৃতির সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।"

"জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে একটি পরিবর্তন ঘটেছিল, যা ভাইরাসটিকে আরও সংক্রামক করে তোলে। এর অর্থ এই নয় যে এটি আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। তবে এটি ভাইরাসটিকে প্রায় ১০ গুণ বেশি সংক্রামক করে তোলে।"অন্যান্য গবেষকরাও কিন্তু এ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। গত এপ্রিলে লস অ্যালামস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির বেটি কর্বার ও তার সহকর্মীরা ডি৬১৪জি রূপান্তরকে "জরুরি উদ্বেগের" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।"এটি ইউরোপে ফেব্রুয়ারির শুরুতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নতুন অঞ্চলে এটি ছড়ানোর পর এটাই প্রভাবশালী রূপে পরিণত হয়।"ডি৬১৪জি রূপান্তরটিই বর্তমানে ভাইরাসটির সবচেয়ে সাধারণ রূপ কিনা তা প্রমাণে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল যা স্ক্রিপসের গবেষকরা করেছেন।ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হলে, তারা কোষগুলোর দখল নিয়ে কারখানা বানিয়ে অনুলিপির পর অনুলিপি তৈরি করে। তবে এটি করতে প্রথমে তাদের অবশ্যই কোষগুলিতে ঢোকার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।হ্যাসলটাইন জানান, স্ক্রিপসের গবেষকরা এটা তিনটি আলাদা পরীক্ষায় দেখিয়েছেন। রূপান্তরটির ফলে ভাইরাস আরও সহজে কোষগুলিতে সংযুক্ত হতে এবং কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।হ্যাসলটাইন জানান এর প্রভাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ, "এর অর্থ হলো, ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।""ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে আমরা যা কিছু করি না কেন, এটি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা ওষুধ তৈরি করলে এটি প্রতিরোধ করতে চাইবে। আমরা একটি ভ্যাকসিন তৈরি করলে, এটি তা এড়িয়ে যেতে চাইবে। আর আমরা বাড়িতে বসে থাকলে এটি বের করার চেষ্টা করবে কীভাবে আরও দীর্ঘসময় টিকে থাকা যায়।"

করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন: কী, কীভাবে, কখন?

করোনাভাইরাস যখন প্রবল গতিতে ছড়ানোর পাশাপাশি মানুষ মেরে যাচ্ছে, বিশ্ব তখন ভাইরাসটি প্রতিরোধে কার্যকর একটি ভ্যাকসিন হাতে পাওয়ার অপেক্ষায়।টিকা তৈরির বিভিন্ন গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে গণমাধ্যমে আসছে অসংখ্য তথ্য।কেন এত সময় লাগছে ভ্যাকসিন পেতে? আদৌ কি আসবে ভ্যাকসিন? কার্যকর হবে তো? — এমন নানা প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষের মনে।

কবে আসবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন?কেউ এখনও নিশ্চিত করে তা বলতে পারছে না; তবে লক্ষ্য আগামী বছরের শুরুর দিকে হাতে পাওয়ার।

বিশ্বজুড়েই চলছে ভ্যাকসিন বের করার কর্মযজ্ঞ। এ নিয়ে একেকটি গবেষণা আছে একেক পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড় অ্যান্থনি ফাউচি আত্মবিশ্বাসী যে ২০২১ সালের প্রথম প্রান্তিকে কোনো একটি ভ্যাকসিন নিরাপদ ও কার্যকর প্রমাণিত হবে।

তবে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে চলা গবেষণাগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তা পরিষ্কার নয়।

এরই মধ্যে মার্কিন সরকার মডার্নার মতো বায়োটেক কোম্পানিগুলোকে ভ্যাকসিন দ্রুত উদ্ভাবনে সহায়তা করছে যাতে এটি নিরাপদে কাজ করবে প্রমাণিত হলেই যেন দ্রুত বাজারে আনা যেতে পারে।ফাউচি বলেন, "২০২১ সালের শুরুর দিকে আমরা কয়েক কোটি ডোজ হাতে পেতে চাই।"

জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটসের পরিচালক ড় ফ্রান্সিস কলিন্সও একই রকম পূর্বাভাস দিয়েছেন। "যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়, তবে ২০২১ সালের প্রথম দিকে প্রায় ১০ কোটি ডোজ পাওয়া সম্ভব হবে।"তবে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জানুয়ারির মধ্যে কার্যকর ভ্যাকসিন হাতে পাওয়ার লক্ষ্যটা অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

ভাইরোলজি, ইমিউনোলজি এবং ভ্যাকসিন উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ ড় ল্যারি কোরি বলেন, "এই লক্ষ্য সম্ভব করতে হলে সবকিছুই অবিশ্বাস্যভাবে নিখুঁত হতে হবে।"

ভ্যাকসিন তৈরিতে এত সময় লাগে কেন?

ভ্যাকসিন কার্যকর এবং নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে অনেক ধাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অ্যালার্জি ও সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের (এনআইএআইডি) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এমিলি আরবিল্ডিং জানান, সাধারণত একটি টিকা তৈরি করতে আট থেকে ১০ বছর সময় লাগে।

মাম্পসের টিকা তৈরি করতে সময় লেগেছিল চার বছর। সংক্রামক রোগের ইতিহাসে এটাকেই সবচেয়ে দ্রুত ভ্যাকসিন তৈরি করার উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়।

ভ্যাকসিন তৈরিতে সময় লাগার অনেক কারণও আছে। সম্ভাব্য একটি ভ্যাকসিন তৈরি করার পর সাধারণত মানুষের আগে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করা হয়। ফল আশানুরূপ হলে মানুষের ওপর তিন পর্যায়ে পরীক্ষা শুরু হয়।

প্রথম পর্যায়ে একটি ছোট দলের সবাইকে টিকা দিয়ে দেখা হয় এটি নিরাপদ কিনা। কখনও দেখা হয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে সাড়া দেয়। সব ঠিকঠাক থাকলে গবেষকরা পরের ধাপে যান।দ্বিতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ানো হয়, সাধারণত যা প্রায় একশ জনের মতো হয়। ঝুঁকিতে থাকা সদস্যদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। বিভিন্ন বয়সের ও শারীরিক অবস্থার অংশগ্রহণকারী থাকে এই ট্রায়ালে, বিশেষ করে যাদের জন্য নতুন ভ্যাকসিনটি আনা হচ্ছে। ফল আশাব্যঞ্জক হলে তৃতীয় ধাপের ট্রায়াল শুরু হয়।

তৃতীয় ধাপে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তার দিকটি পরীক্ষা করা হয়। এ ধাপে গবেষকরা ভ্যাকসিনের সম্ভাব্য বিরল পার্শ প্রতিক্রিয়া আছে কিনা বোঝার চেষ্টাও করেন।

দ্রুত ভ্যাকসিন আনতে চাইলে ঝুঁকি কি?ইতিহাস বলে তাড়াহুড়ো করে ভ্যাকসিন আনলে পরিণতি ভালো হয় না। ২০১৭ সালে ফিলিপিন্সে মশাবাহিত ডেঙ্গুর জন্য প্রায় ১০ লাখ শিশুকে টিকা দেওয়ার একটি কর্মসূচি নিরাপত্তাজনিত কারণে বন্ধ করা হয়। টিকা নেওয়া ১০টি শিশু মারা যাওয়ার ঘটনায় ১৪ কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে সরকার বলেছিল, তাড়াহুড়ো করে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল।১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সোয়াইন ফ্লুর প্রাদুর্ভাব নিয়ে কাজ চলার সময় সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সতর্কতা উপেক্ষা করে নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে "যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে" টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। ৪ কোটি ৫০ লাখ মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর গবেষকরা দেখেন, প্রায় ৪৫০ জনের মধ্যে বিরল একটি ব্যাধি দেখা দিয়েছে, যাতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নার্ভগুলোকে আক্রমণ করে এবং পক্ষাঘাতের দিকে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে মারা যায় কমপক্ষে ৩০ জন।নিরাপদেই কীভাবে টিকা তৈরির প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানো যায়? জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটসের পরিচালক কলিন্স বলেন, "'এটা কি নিরাপদ' এবং 'এটা কি আপনাকে রক্ষা করবে' — এই দুটি দিক খুব ভালোভাবে পরীক্ষা না করে কোনো ভ্যাকসিনই বাজারে আনা হবে না।" বিজ্ঞানীরা সাধারণ প্রক্রিয়াগুলোর গতি বাড়ানোর নিরাপদ উপায় খুঁজতে চেষ্টা করছেন। সিয়াটল এবং আটলান্টায় গবেষকরা মানুষের আগে প্রাণীদের পরীক্ষার নিয়মের পরিবর্তে প্রাণী ও মানুষের মধ্যে একই সময়ে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

আবার ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগেই কিছু ভ্যাকসিন প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। ফাউচি বলেন, "আমরা ভ্যাকসিনগুলো কাজ করে কিনা তা জানার আগেই উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছি।"

যদি ভ্যাকসিনের পরীক্ষাগুলো সফল হয়, লাখ লাখ ডোজ আগেই প্রস্তুত থাকবে। উৎপাদনের জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে না। ভ্যাকসিনগুলো সঙ্গে সঙ্গেই জীবন বাঁচাবে। তবে পরীক্ষাগুলো সফল না হলে আগেই তৈরি এই ভ্যাকসিনগুলো ফেলে দিতে হতে পারে।ফাউচি জানান, এনআইএআইডি -এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বায়োটেক কোম্পানি মডের্নার একটি ভ্যাকসিন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে চূড়ান্ত ধাপের পরীক্ষায় যাবে। এগুলো কাজ করবে কিনা সেটা পরিষ্কার হওয়া আগেই ভ্যাকসিনের ডোজ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি ডোজ তৈরি করা হবে।ভ্যাকসিনটি কাজ করবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞানীদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকা উচিত বলে ফাউচি মনে করেন।

যুক্তরাজ্যের কোম্পানি অ্যাস্ট্র্যাজেনেকাও ভ্যাকসিন তৈরির কাজ করছে একই সময়সূচি অনুসরণ করে।কারা তৈরি করছে ভ্যাকসিন?বিশ্বজুড়ে অনেকগুলো গবেষণা দল করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি বা পরীক্ষা করার জন্য কাজ করছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, জুনের শুরুর দিকেও ১২০টির বেশি দল এ নিয়ে কাজ করছিল। কোনো কোনো দল অন্যদের তুলনায় পরীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে। ৪ জুন পর্যন্ত ১০টি সংস্থা মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে। এদের মধ্যে চারটি যুক্তরাষ্ট্রে, পাঁচটি চীনে এবং একটি যুক্তরাজ্যে।ম্যাসাচুসেটস-ভিত্তিক মর্ডেনা সম্ভবত হিউম্যান ট্রায়ালে এগিয়ে আছে। তবে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক অ্যাস্ট্র্যাজেনেকা, যুক্তরাষ্ট্রের ফাইজার ও চীনের সিনোভ্যাকও তেমন পিছিয়ে নেই।

কলিন্স বলেন, "বেশ কিছু পরীক্ষা চলায় এবং তারা সবাই আলাদা কৌশল ব্যবহার করায় আমি আশাবাদী যে কমপক্ষে একটিতে আর সম্ভবত দুটি বা তিনটিতে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ফল আসবে।"

কারা অংশ নিচ্ছে ট্রায়ালগুলোতে?

পরীক্ষার অংশগ্রহণকারীরা সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী যারা এর আগে করোনাভাইরাসে সংক্রামিত হননি।

ওয়াশিংটনের নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নিল ব্রাউনিং স্বেচ্ছাসেবী হয়েছেন বিশ্ববাসীর করোনাভাইরাসে ভোগার কষ্ট দেখে। "আমি গবেষণা কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিলাম এবং একজন সুস্থ মানুষ ছিলাম।"

মডের্নার ভ্যাকসিন পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে ৪৫ জন অংশগ্রহণকারীর একজন ব্রাউনিং। তিনি জানান, তাদের ১৫ জনের তিনটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দলের সবাইকে ভ্যাকসিনের ছোট ডোজ, ২৫ মাইক্রোগ্রাম দেওয়া হয়। দুই সপ্তাহ পরে দেখা যায়, তাদের শরীরে ভ্যাকসিন থেকে ক্ষতিকর বড় কোনো প্রভাব পড়েনি। তাই দ্বিতীয় দলে দেওয়া হয় চারগুণ বেশি ডোজ, ১০০ মাইক্রোগ্রাম। দ্বিতীয় দলেও কোনো বড় সমস্যা দেখা না দেওয়ায় তৃতীয় দলে দেওয়া হয় ১০ গুণ বেশি ডোজ, ২৫০ মাইক্রোগ্রাম।ব্রাউনিং জানান, তিনি পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পেয়েছেন এবং পরে "সম্পূর্ণ স্বাভাবিক" অনুভব করেছেন। সম্ভবত এখন ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের ভাইরাসের সংস্পর্শে আনা হবে যাতে ভ্যাকসিনটি কার্যকর হবে কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়।

ব্রাউনিং তার পরিবারকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্বেচ্ছাসেবক হতে যাওয়ার কথা জানাননি। আর এখন তারা এটাকে খুব ভালোভাবে নিয়েছে বলে ব্রাউনিং জানান।

ভ্যাকসিনের দাম কত হবে?

এটি এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সাহায্য সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস কোনো লাভ ছাড়াই উৎপাদন মূল্যে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন বিক্রি করার জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলোকে চাপ দিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।ভ্যাকসিন নীতি নিয়ে সংস্থাটির জেষ্ঠ্য উপদেষ্টা কেইট এলডার বলেন, "মনে হচ্ছে সবাই একমত যে আমরা এখানে ব্যবসার সাধারণ নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে পারি না, যেখানে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে পারা দেশ শুরুতেই তাদের জনগণকে রক্ষা প্রমাণে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল যা স্ক্রিপসের গবেষকরা করেছেন।ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হলে, তারা কোষগুলোর দখল নিয়ে কারখানা বানিয়ে অনুলিপির পর অনুলিপি তৈরি করে। তবে এটি করতে প্রথমে তাদের অবশ্যই কোষগুলিতে ঢোকার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।হ্যাসলটাইন জানান, স্ক্রিপসের গবেষকরা এটা তিনটি আলাদা পরীক্ষায় দেখিয়েছেন। রূপান্তরটির ফলে ভাইরাস আরও সহজে কোষগুলিতে সংযুক্ত হতে এবং কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে।হ্যাসলটাইন জানান এর প্রভাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ, "এর অর্থ হলো, ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।""ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে আমরা যা কিছু করি না কেন, এটি প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আমরা ওষুধ তৈরি করলে এটি প্রতিরোধ করতে চাইবে। আমরা একটি ভ্যাকসিন তৈরি করলে, এটি তা এড়িয়ে যেতে চাইবে। আর আমরা বাড়িতে বসে থাকলে এটি বের করার চেষ্টা করবে কীভাবে আরও দীর্ঘসময় টিকে থাকা যায়।"

করতে পারবে আর বিশ্বের বাকি মানুষরা পেছনে পড়ে থাকবে।"

কতটা কার্যকর বা দীর্ঘস্থায়ী হবে ভ্যাকসিন?

সব রোগের ভ্যাকসিন কিন্তু সমানভাবে কাজ করে না। পোলিওর টিকা একবার দেওয়া হলে সাধারণত পুরো জীবনের জন্য সুরক্ষা পাওয়া যায়। আবার কোনা মৌসুমের শুরুতে ফ্লু শট বা সাধারণ ফ্লু প্রতিরোধের টিকা নেওয়ার পরও ওই মৌসুমেই রোগটি দেখা দিতে পারে। আর পরের মৌসুমে তো আবার আলাদা ফ্লু শট নেওয়া লাগেই। কারণ সাধারণ ফ্লুর ভাইরাস দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায় বলে প্রতিবছর নতুন ফ্লু ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়।গবেষকরা এই মুহূর্তে বলছেন, করোনাভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন কতটা কার্যকর বা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা অনুমান করার উপায় নেই।বে প্রায়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পেতে একাধিক ডোজ প্রয়োজন হতে পারে। কলিন্স জানান, তৃতীয় ধাপের ট্রায়ালে বোঝা যাবে একটি না দুটি ইঞ্জেকশনের প্রয়োজন হবে।

কার্যকর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া নিশ্চিত কিনা?

এটি নিশ্চিত না। গবেষকরা আশাবাদী হলেও এর কোনও গ্যারান্টি নেই। লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের গ্লোবাল হেলথের অধ্যাপক ড় ডেভিড ন্যাবারো বলেন, "কিছু ভাইরাস রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে এখনও আমাদের কোনো ভ্যাকসিন নেই।""আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারি না যে কোনও টিকা আসবে অথবা এলেও তা কার্যকারিতা এবং সুরক্ষার সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।"আর মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিকাশ না হলে একটি ভ্যাকসিন হয়তো কখনোই ভালো কাজ করতে পারবে না।ভ্যাকসিন না এলে উপায়?ভ্যাকসিন না পাওয়া গেলে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরার পথ আরও দীর্ঘ ও কঠিন হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশি বেশি করে করোনাভাইরাসের পরীক্ষা ও অ্যান্টিবডির পরীক্ষা করতে হবে। কন্ট্যাক্ট-ট্রেসিংয়ের প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে।ন্যাবারোর পরামর্শ, করোনাভাইরাসের ক্রমাগত হুমকি থেকে রক্ষা পেতে সব দেশকে নিজেদের জনগণকে রক্ষা করার মতো অবস্থায় যেতে হবে। ভাইরাসের কথা মাথায় রেখেই আমাদের সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম হতে হবে।

'লকডাউন' বাঁচিয়েছে লক্ষ প্রাণ: গবেষণা

কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া রোধে জারি করা 'লকডাউন' বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন বিধিনিষেধ শিথিল করাটা বিরাট ঝুঁকির কাজ হবে বলে আন্তর্জাতিক দুটি গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।এ নিয়ে একটি গবেষণা হয়েছে লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজে। গবেষণায় যৌথভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সামির ভাট সোমবার সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে বলেন, "সব হস্তক্ষেপ ও সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হলে সেকেন্ড ওয়েভের আশঙ্কা খুব বাস্তব।"

লকডাউনের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশই নতুন কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা কমায় বিধিনিষেধ শিথিল করা শুরু করেছে।ইমপেরিয়াল কলেজের এই গবেষণায় ১১টি ইউরোপীয় দেশের লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পদক্ষেপগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এগুলো "যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব ফেলেছিল", যা মে মাসের শুরুর দিকে সংক্রমণ বাড়ার হার কমাতে সহায়তা করে।ভাট জানান, ঝুঁকি শেষ হয়ে গেছে আর দেশগুলোর বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এসে পড়েছে — এমন ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। "আমরা কেবল এই মহামারীর শুরুতে আছি।"ইমপেরিয়ালের গবেষণা দলটির হিসেবে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের ১ কোটি ২০ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে যা দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশ।গবেষণার মডেল অনুয়ায়ী লকডাউন থাকায় প্রায় ৩১ লাখ মৃত্যু এড়ানো গেছে।

ন্যাচার সাময়িকীতে প্রকাশিত অন্য গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, ইরান, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউন জারির ফলে ৫৩ কোটি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে বেঁচেছে।গবেষকরা বলছেন, লকডাউন ব্যবস্থা জারির আগে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সংক্রমণ ইরানে দিনে ৬৮ শতাংশ হারে এবং অন্য পাঁচটি দেশে ৩৮ শতাংশ হারে বেড়েছে।ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি যৌথভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সলোমন সিয়াং বলেন, "ওই নীতিমালাগুলো ছাড়া আমরা হয়তো পুরোপুরি ভিন্ন একটা এপ্রিল ও মে মাস দেখতাম।"

সোমবার বিজেপির যুব মোর্চার উদ্যোগে এমসি কর্মীদের মধ্যে রেইন কোট বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ করোনাসহ কোন কিছুর কাছেই হার মানবে না : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রতি জনগণকে আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ কোন কিছুর কাছেই হার মানবে না, এমনকি করোনা ভাইরাসের কাছেও নয়।শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি চাই আমাদের মানুষের মধ্যে যেন একটা আস্থা থাকে, বিশ্বাস থাকে, সেই বিশ্বাস-আস্থাটা ধরে রাখতে হবে।'তিনি বলেন, 'আমরা হার মানবো না, মৃত্যু তো হবেই, মৃত্যু যেকোনো সময় যেকোনো কারণে হতে পারে। কিন্তু তার জন্য ভীত হয়ে হার মানতে হবে? এ ধরনের একটা অদৃশ্য শক্তির কাছে, এটাতো হতে পারে না। সেজন্য আমাদেরও সেভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের (এসএসএফ) ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে একথা বলেন।দেশ ডিজিটাইজেশনের সুবাদে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের কারণে জনসমাগমে না গিয়েও সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সুবিধার উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আজকে ডিজিটাল পদ্ধতি আছে বলে আমি মানুষের কাছে যেতে পারছি, কথা বলতে পারছি এবং বার বার যাচ্ছি।'দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যা যা নির্দেশনা আছে, সেগুলো মেনে চলে নিজের জীবনকে চালাতে হবে। কারণ, নিজেকে সুরক্ষিত রাখা মানেই অপরকেও সুরক্ষিত রাখা। সেটাও মাথায় রাখতে হবে, সেটা যেন সবাই করেন।'

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এসএসএফ সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই বাহিনী আমাদের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনী এবং আনসার ও ভিডিপি সকলের মিলিত একটি সংগঠন। যেহেতু, সকলের মিলিত একটি সংগঠন, তাই, এখানে একে অপরকে জানার ও বোঝার সুযোগ রয়েছে, কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আমি মনে করি, এটা একটা চমৎকার কম্বিনেশন।'তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এই বাহিনীর সদস্যদের সন্তানতুল্য আখ্যায়িত করে স্নেহমাখা ন্ট্রে সরকার প্রধান তাঁদের 'তুমি' সম্বোধন করেন এবং বলেন, 'তোমরা যেমন আমার নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করো আমিও ঠিক তোমাদের নিরাপত্তার জন্য সবসময় চিন্তা করি।'তিনি বলেন, 'তোমরা সুরক্ষিত থাক, সেটাই আমি চাই। কারণ, তোমাদের জীবনের মূল্যটা অনেক বেশি, তোমাদেরতো ভবিষ্যত সামনে পড়ে রয়েছে।'শেখ হাসিনা বলেন, 'তোমরা নিরাপদ থাক, সেজন্য সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি। কারণ, তোমরা যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করো তাতে তোমাদের কর্ম দক্ষতায় সবাই মুগ্ধ।'করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আগে যেভাবে পালন করতে সেভাবে হয়তো করা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়মটা মেনে যতটুকু উৎসব করা যায় তোমরা করবে। সেটাই চাই, কারণ, জীবন মৃত্যু খুব পাশাপাশি।'তিনি সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এমপি, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং সর্বশেষ সিলেটের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহাম্মদ কামরানের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বলেন, 'একদিকে যেমন আমরা মৃত্যুর খবর পাই অন্যদিকে অন্য কাজও করতে হয়। এটাই আমাদের জীবন।'অতীতে দু'বার গ্রেনেড হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন কামরান-সেকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাতও কামনা করেন।যেকোন পরিস্থিতিতেই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম উল্লেখ করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য মহাপরিচালক এসএসএফকে তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রশিক্ষণটা অব্যাহত রাখতে হবে। কারণ, নিজেকে সুরক্ষিত করতে হলে অথবা ভিআইপিদের সুরক্ষিত রাখতে হলে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখাটা সবসময় জরুরী, সেজন্য যা যা করার আমি করে দিয়েছি।' 'নিজেদের শারিরীকভাবে সুস্থ রাখা, ফিট রাখা এবং এক একজন আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে তৈরী হবে, সেটাই আমি আশা রাখি,'যোগ করেন তিনি।এসএসএফ'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মজিবুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম জানান, অনুষ্ঠানে এসএসএফ-এর মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ এবং কল্যাণ তহবিলের জন্য সকল এসএসএফ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাঁদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং এক কোটি টাকার একটি চেক প্রদান করেন।প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পিএমও সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া এই অনুদানের চেক গ্রহণ করেন।

এসএসএফ সদস্যদের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে উন্নত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জনের ও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, ক্রাইমের ধরণটাও বদলে যাচ্ছে। আগে এক ধরনের হতো (অপরাধ সংগঠন) এখন অন্যভাবে হয়। প্রতিনিয়ত আমরা এটাও দেখতে পাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে, প্রযুক্তি যেমন ভালো কাজে ব্যবহার হয়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার হয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কি ধরনের ক্রাইম হচ্ছে সেটা জেনে নিয়ে সেই ক্রাইম কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, তার জন্য যেমন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তেমনি ইক্যুইপমেন্টসও দরকার।''৯৬ সালে যখন প্রথমবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পান তখন ভিআইপিদের নিরাপত্তা দেওয়ার মত সেরকম অবস্থা সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর ছিল না উল্লেখ করে তিনি এসময় এএসএফ-এর আধুনিকায়নে তাঁর সরকারের পদক্ষেপসমূহের উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন।তিনি বলেন, 'আমরা যতদূর পেরেছি এসএসএফ-এর জন্য সব কিছু করেছি। সব ধরনের ব্যবস্থা, যখন যেটা আধুনিক আসে আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি।'যারা নিরাপত্তায় নিয়োজিত তাদের জন্য নিজের চিন্তার কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'মাঝে মাঝে চিন্তা করি, যাঁরা আমার নিরাপত্তায় নিয়োজিত তাঁদের জীবনটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।'তিনি বলেন, 'এখানে শুধু যাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে শুধু তাদেরটা নয়, যারা নিরাপত্তা দেবে তাদেরটাও আমার চিন্তা করতে হয়।'

একজন জননেত্রী এবং সরকার প্রধান হিসেবে তাঁকে সবসময় যে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকতে হয় সেটাও তাঁকে নিরাপত্তা প্রদানকারীদের সুরক্ষার জন্যই অনেক সময় তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে, এমনও ইঙ্গিত করেন তিনি।তিনি বলেন, 'সেটা যদি চিন্তা না করতাম তাহলে এগুলো কিছুই আমি মেনে নিতাম না, এটা হলো বাস্তবতা। কারণ, আমি যখন বাংলাদেশে এসেছিলাম তখন আমার বাবা, মা এবং ভাইয়ের খুনীরা ক্ষমতায়।'

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, 'খুনীরা দল করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, দূতাবাসে চাকরি করছে, তারা তখন অত্যন্ত শক্তিশালী। একদিকে যেমন ক্ষমতায় যুদ্ধাপরাধীরা আরেকদিকে তেমনি খুনীরা।'তিনি বলেন, 'সেই পরিবেশে বাংলাদেশে যখন এসেছি তখন তো আমরা কিছুই ছিল না। আলাদা গাড়িও ছিল না। আমি সেটা চিন্তাও করিনি। বাস ভাড়া করে চলেছি, রিক্সা-ভ্যানে চলেছি, নৌকায় চলেছি, সারা বাংলাদেশ ঘুরেছি।''কি কারণে করেছি- একটাই কারণ এদেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমার বাবা যে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেননি সেটা আমাকে সম্পূর্ণ করতে হবে।'তিনি আরো বলেন, 'আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, বাংলাদেশের মানুষের কাছে তারা আমাকে ভোট দিয়েছে, নির্বাচিত করেছে, সুযোগ দিয়েছে তাদের সেবা করার।'তাঁর সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও যথাযথ পদক্ষেপের কারণে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার অনেক কম বলেও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, 'আমাদের এই মুহূর্তের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এই প্রাণঘাতী ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করা এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দুর্যোগ মোকাবিলায় আমি ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছি এবং ব্যক্তিগতভাবে মাঠপর্যায়ে এর বাস্তবায়ন তদারকি করছি।ইতোমধ্যেই তাঁর সরকার দুর্যোগ মোকাবেলায় নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে যার মধ্যে মানবিক সহায়তা প্রদান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখাসহ নানাবিধ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম অন্যতম, বলেন তিনি।তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমাদের পরিকল্পিত আর্থিক প্রণোদনা এবং মানবিক সহায়তার পরিমাণ প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকা। যা জিডিপি'র প্রায় ৩ দশমিক ৭ শতাংশ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একদিকে মানুষকে বাঁচানো, আবার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা সেগুলো যাতে ঠিক থাকে সেদিকেও আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখছি।'

বাংলাদেশে করোনা বিস্তার রোধে নিষেধাজ্ঞা ৩০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।করোনা ভাইরাসজনিত রোগ বিস্তার রোধ এবং পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে দেশের সার্বিক কার্যাবলি এবং জনসাধারণের চলাচলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ৩০ জুন পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এসব শর্ত পালনে সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯ দফা নির্দেশনা হয়েছে।

নির্দেশনাগুলো হচ্ছে,আজ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ঔষধ ক্রয়, চিকিৎসা সেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না। তবে, সর্বাবস্থায়ই বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জারিকৃত নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। হাটবাজার, দোকান-পাটে ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা-সহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনসমূহকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট এবং শপিংমলসমূহ আবশ্যিকভাবে বিকাল ৪টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে।আইন-শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিসেবা, যেমন- ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা-সহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহ, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতা-বহির্ভূত থাকবে।সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন যেমন ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতির চলাচল অব্যাহত থাকবে।কৃষি পণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ঔষধ-সহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতা-বহির্ভূত থাকবে।ঔষধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্প-সহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বিভিন্ন শিল্পকারখানায় স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা' পালন নিশ্চিত করতে হবে।নিষেধাজ্ঞাকালে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে, অনলাইন কোর্স ও ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসনিক কার্যাবলি চালাতে পারবে। অঞ্চল ভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে। অনুমোদিত অঞ্চলে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে গণপরিবহন, যাত্রীবাহী নৌযান, রেল ও বিমান চলাচল করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। নিষেধাজ্ঞাকালে সকল প্রকার সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত ও অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে মসজিদসমূহে সর্বসাধারণের জামায়াতে নামাজ আদায় এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়সমূহে প্রার্থনা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকবে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ইধহমষধফবংয জরংশ তড়হব-ইধংবফ ঈঙঠওউ-১৯ ঈড়হঃধরহসবহঃ ওসঢ়ষবসবহঃধঃরড়হ ঝঃৎধঃবমু/এঁরফব অনুসরণ করে সংক্রমণের ভিত্তিতে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর কর্তৃত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারবান কর্তৃপক্ষ লাল অঞ্চল (জবফ তড়হব), হলুদ অঞ্চল (ণবষষড় তড়হব), সবুজ অঞ্চল (এৎববহ তড়হব) হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এখতিয়ারবান কর্তৃপক্ষ লাল অঞ্চল ঘোষিত জেলা/উপজেলা/এলাকা/বাড়ি/মহল্লার জন চলাচল/জীবনযাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। হলুদ ও সবুজ অঞ্চলের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।প্রতিটি লাল জোনের জন্য কোভিড নমুনা পরীক্ষা, কোভিড-ননকোভিড স্বাস্থ্য সেবা প্রটোকল, কোয়ারেন্টিন/আইসোলেশন, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, জন চলাচল, যান চলাচল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ, দরিদ্র লোকদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান, মসজিদ-মন্দির-অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মচর্চা, জনসচেতনতা তৈরি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যাংকিং সুবিধা-সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিচালনার বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সার্বিক দায়িত্ব থাকবে সিটি কর্পোরেশনের। সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে জেলা প্রশাসন সার্বিক সমন্বয় করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা/উপজেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রম বাস্বায়ন করবে। এ কার্যক্রমে সংসদ সদস্যসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা ও স্বেচ্ছাসেবী-সহ অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।লাল অঞ্চলে অবস্থিত সামরিক বা অ-সামরিক সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি দপ্তরসমূহ এবং বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সাধারণ ছুটির আওতায় থাকবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হলুদ ও সবুজ অঞ্চলে সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসসমূহ নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। ঝুঁকিপূর্ণ, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীরা কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে জারিকৃত ১২ দফা নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ছাড়া সকল সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে।স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুরোধ অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জোন সংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয় করবে।

সমন্বয়হীনতার কারণে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি প্রকট হয়েছে: টিআইবি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।দেশে করোনাভাইরাস বিস্তারের পূর্বে প্রস্তুতি নেয়ার মত পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার পরও ভাইরাসটি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে বলে অভিযোগ করেছে টিআইবি।তারা বলছে, সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি এবং বিভ্রান্তিকর ও পরস্পরবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের কারণে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি প্রকট আকার ধারণ করেছে।এছাড়া এই সঙ্কটকালে দীর্ঘসময়ের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা, সুশাসনের ঘাটতি ও অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে স্বাস্থ্যখাতের দুর্বলতা আরও গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।

সোমবার করোনা সংক্রমনের ১০০তম দিনে 'করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।এসময় সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে ১৫ দফা সুপারিশ প্রদান করে সংস্থাটি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড় ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড় সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান ও সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম।প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ই-খোদা এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জুলকারনাইন।গবেষক দলের অপর সদস্যরা হলেন একই বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাসলিমা আকতার ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোরশেদা আকতার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক শেখ মঞ্জুর-ই-আলম।
উন্নত বিশ্বসহ পৃথিবীর সবদেশেই করোনাভাইরাস মোকাবেলায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ও সক্ষমতার ঘাটতি ছিলো উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে ড় ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যতিক্রম হবে এটা ভাবা কঠিন ধরে নিয়েও আমরা মনে করি সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে এই সমস্যাকে যখন জাতীয় দূর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিশেষ করে এই সংকট মোকাবেলায় কোন দুর্নীতি সহ্য করা হবে না এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন।তিনি আরও বলেন, জীবন এবং জীবিকার দ্বন্দে শুরু থেকেই আমরা দেখেছি- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখার বিষয়টিকে যৌক্তিকভাবে প্রাধান্য দেয়া হলেও সেখানে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ছিলো না।

করোনা সংক্রমণ রোধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সবাইকে সচেতন ও সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।নানা সীমাবদ্ধতা নিয়েও এই মহামারি থেকে রক্ষা পেতে দিনরাত সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিপদের গভীরতা ও মাত্রা বুঝেও যদি সচেতন না হই, তাহলে তা হবে জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার শামিল। নিজেসহ পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোই হবে মূল কাজ। তাই সবার সচেতন হওয়া জরুরী।'

ওবায়দুল কাদের সোমবার সংসদ ভবন এলাকার সরকারী বাসভবনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'নিত্যদিনের শোকবার্তা জাতি উদ্বেগাকুল। এরইমধ্যে কিছু মানুষ সংক্রমণ লুকিয়ে ঘোরা ফেরা করছেন। করোনার লক্ষণ স্পষ্ট হলে তারা দিব্বি ঘুরে-বেড়ান, পরীক্ষা করান না। এতে যা ক্ষতি করার তা করেই ফেলেছে। ছড়িয়ে ফেলেছে সংক্রমণ।'তিনি বলেন, 'একজন থেকে শতজন আক্রান্ত। এত মৃত্যু, এত সংক্রমণ তারপরও কী আমাদের বোধগম্য হবে না। তারপরও কী আমরা সাবধান হব না। উচ্চ আদালতেও ভিড় এড়াতে নির্দেশনা দিতে হচ্ছে। তবুও আমাদের বোধশক্তি কাজ করছে না।'

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ ও বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। নতুন সংক্রমণ বা রোগী বৃদ্ধির দিক থেকে আমরা এখন দশম স্থানে। আর আক্রান্তের মোট সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮তম। তাই, সবাইকে বলি এখনও আপনারা সচেতন হন।ওবায়দুল কাদের বলেন, এরইমধ্যে জাতীয় পর্যায়ের নেতা মোহম্মদ নাসিম, ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সিলেটের সাবেক মেয়র বদরুদ্দিন কামরানসহ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ব্যবসায়ী অন্যান্য পেশার মানুষ এবং সাধারণ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

ইস্পাত কঠিন ঐক্য ও সচেতনতার

ছয়ের পাতায়

টিআইবি'র রিপোর্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'টিআইবি'র অনেক রিপোর্টই একপেশে ও সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত'।'টিআইবির কাজ শুধু দোষ খুঁজে বেড়ানো ও গত সাড়ে ১১ বছর আমাদের দেশ পরিচলনার কোনো কাজে টিআইবি সরকারের প্রশংসা করতে পারে নি' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'এই টিআইবি বড় গলায় বলেছিল পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি হয়েছে। যখন কানাডার আদালতেও বিশ্বব্যাংক হেরে গেল, টিআইবি'র তখন জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন ছিল।'ড় হাছান বলেন, 'এমন বহুক্ষেত্রে টিআইবি প্রমাণ করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সঠিক গবেষণাপ্রসূত কোনো রিপোর্ট পেশ করে না। তাদের সবগুলো না হলেও অনেক রিপোর্টই একপেশে এবং সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।'

তথ্যমন্ত্রী সোমবার দুপুরে রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে করোনা মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপগুলোর বিষয়ে টিআইবি'র সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একথা বলেন।ড় হাছান বলেন, 'তাদেরকে (টিআইবি) অনুরোধ জানাবো যেন তারা তাদের প্রধান কার্যালয় জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য যেসমস্ত দেশ থেকে অর্থ পায়, সেখানকার পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের তুলনা করে। তাহলেই সেখানকার তুলনায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি তারা বুঝতে পারবে।' এসময় সাংবাদিকরা বিএনপি'র সাম্প্রতিক বিরূপ মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই মহামারির মধ্যেও বিএনপি'র নেতাদের ভাষা প্রচন্ড রাজনৈতিক বিদ্বেষপূর্ণ। 'আমরা আশা করেছিলাম, তারা অন্যান্য দেশ এমনকি পার্শবর্তী দেশ ভারতের কাছ থেকেও শিখবে। ভারতে বিরোধীদলীয় নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর প্রথমেই চিঠি লিখে সরকারকে জানিয়েছেন যে ভারত সরকার যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছে, সেগুলো তারা সমর্থন করেন এবং এই দুর্যোগে তারা সরকারের পাশে আছেন। বাংলাদেশে বিএনপি সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছে', বলেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, 'করোনা মহামারি মোকাবিলা-এটি একটি যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বয়স ৭৪ বছর, তিনি এক মুহূর্তও বসে নেই। তিনি প্রতিদিন কাজ করছেন, জেলা ও বিভাগীয় সদরের সাথে কথা বলেছেন। দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিচ্ছেন, সংসদ অধিবেশনে প্রতিদিন অংশগ্রহণ করছেন।' তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেকেই জানি, যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি, এরপরও আমরা বসে নেই। দাপ্তরিক কাজ যেমন করছি, রাজনৈতিক কাজও করছি, একইসাথে নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে শুরু করে নিজ জেলার কাজগুলোও যতটা সম্ভব তদারকির চেষ্টা করছি।''প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ এবং সিলেটের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান মানুষের মাঝে কাজ করতে গিয়েই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন' উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'আমাদের দলের যে সমস্ত নেতা ও সংসদ সদস্য আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আছেন কিংবা চিকিৎসা নিচ্ছেন, তারাও মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়েই আক্রান্ত হয়েছেন। এগুলো প্রমাণ করে, আমাদের দলের কেন্দ্রীয় এবং মাঠ পর্যায়ের নেতা ও সংসদ সদস্যরা জনগণের পাশে থাকতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। এই যুদ্ধের মধ্যেই নিজেকে যতটুকু সম্ভব সুরক্ষায় রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।'

সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা নেই -বিএনপি'র এই অভিযোগ খন্ডন করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের প্রাণান্তকর চেষ্টায় এখনো বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্বের উন্নত ও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায়ও ভালো রয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরো উন্নতির জন্য সরকার নানামুখী ব্যবস্থা নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ যে সুস্থ হলো, তারা সেগুলো দেখেন না। হাজার মানুষ যে হাসপাতালে আছে এবং সেখানে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে চোখ থাকতেও যারা অন্ধের মতো সেগুলো দেখেনা, তাদের চোখে তো আলো দেয়া সম্ভবপর নয়।''এই সময় বিষোদগারের রাজনীতি পরিহার হোক -এটিই বিএনপি'র কাছে আমার অনুরোধ' জানিয়ে ড় হাছান বলেন, 'আপনাদের গতানুগতিক বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এগুলো পরিহার করুন, জনগণের পাশে থাকুন। আপনারা লোক দেখানো কয়েকটা ফটোসেশন করবেন আর নিজেকে সুরক্ষিত রেখে প্রেস ব্রিফিং করে সেখানে বিষোদগার করবেন, এই সময় এটি সমীচীন নয়, জনগণ এটি কামনা করে না।' তথ্যমন্ত্রী এসময় তাদেরকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ৯০ হাজার ও মৃত্যু ১২০০ ছাড়াল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৫।।মহামারি করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে আরও তিন হাজার ৯৯ জন পজেটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। সেই সাথে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৮ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন।তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫৮টি ল্যাবে ২৪ ঘন্টায় মোট ১৫ হাজার ৭৩৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তবে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৫ হাজার ৩৮টি।নতুন আক্রান্তসহ এখন পর্যন্ত দেশে করোনার শিকার হয়েছেন ৯০ হাজার ৬১৯ জন। আর মোট মারা গেছেন এক হাজার ২০৯ জন।করোনায় নতুন যে ৩৮ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ৩২ জন এবং নারী ছয়জন। আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হওয়া রোগী নিয়ে আজ বড় ধরনের হালনাগাদ তথ্য দেয়া হয়েছে। হাসপাতালের পাশাপাশি বাসায় সুস্থ হওয়া রোগীদের তথ্য যোগ করে জানানো হয় যে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ২৭ জন। এক দিন আগে রবিবার এ সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৭৩০ জন। এখন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার দাঁড়িয়েছে ৩৭ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৭৮ লাখ ৯৩ হাজার ৭০০ জনে। এছাড়া, প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৪ লাখ ৩২ হাজার ৯২২ জন। পাশাপাশি কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়েছেন

ছয়ের পাতায়

রাজ্যে নতুন করে লালারসের নমুনা সংগ্রহ-পরীক্ষা আপাতত বন্ধের মুখে, চাপ সামলাতে ব্যর্থ ল্যাবগুলি

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : রাজ্যে নতুন করে লালারসের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা আপাতত বন্ধের মুখে। সূত্রের খবর, প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন নমুনা পরীক্ষার 'চাপ' সামলাতে পারছে না টেস্টিং ল্যাবগুলি। জমছে পাহাড়প্রমাণ সোয়াব স্যাম্পেল। এর জেরে এমনকি নমুনা পরীক্ষার যে হিসাব প্রতিদিন করোনা বুলেটিনে দেওয়া হচ্ছে তা আসলে ন্যূনতম পাঁচ থেকে ছয়দিন আগেকার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট।

অন্য কথায়, প্রায় এক সপ্তাহ পিছিয়ে থাকছে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট। অভিযোগ, সেই ব্যাকলগ কাটাতেই হিমশিম অবস্থা স্বাস্থ্য প্রশাসনের। নতুন পরীক্ষা হবে কী করে? দিশাহারা অবস্থা সরকারের। গত দু'দিনে অচলাবস্থা তীব্র। পরিণামে আগামী বেশ কিছুদিন নতুন করে নমুনা পাঠাতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে একাধিক জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। সকাল হতেই ফোনেই পৌঁছাচ্ছে নির্দেশ। এর ফলে করোনা সংক্রমণের চেহারা আরও তীব্র হবে বলেই আশঙ্কা চিকিৎসকদের। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সাতটি জেলায় অলিখিত 'নির্দেশ' এসেছে নবান্ন থেকে। জেলাশাসক হয়ে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে যাচ্ছে সেই নির্দেশ- 'নমুনা পাঠানোর দরকার নেই আপাতত'। স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিকের কথায়, 'আমাদের ল্যাবগুলিতে যা ব্যাকলগ আছে তাই তো পরীক্ষা করে উঠতে পারছি না। নতুন নমুনা যদি পাঠানো হয়, তা রাখা হবে কোথায়? সেই পরিকাঠামো কোথায়? ফলে জেলাগুলিকে বলা হয়েছে নতুন করে এই মুহূর্তে নমুনা পাঠানোর দরকার নেই'।

অর্থাৎ, করোনা সংক্রমণ যখন রাজ্যে সর্বোচ্চ মাত্রা নিয়েছে, যখন আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজার ছাপিয়ে গেছে, সেই সময়তেই নতুন করে নমুনা পরীক্ষাই বন্ধ হতে চলেছে রাজ্যে। কার্যত সিদ্ধান্তহীনতায় অসহায় স্বাস্থ্য প্রশাসনের। হুগলী থেকে মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, মালদহ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার- একের পর এক জেলা থেকে লালারসের নমুনা পাঠানো বন্ধ। দক্ষিণবঙ্গের এক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কথায়, ' নতুন করে নমুনা সংগ্রহ তা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে বারণ করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরও ওপরে অন্যদিকেও চাপ। পরীক্ষা করাতে আসছেন শঙ্কিত মানুষজন। কী করব?

কাঁকসার বিষ্ণুপুরে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে শৌচাগার তৈরীর অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৫ জুন (হি. স.) : সিমেন্টের সঙ্গে ছাই! তৈরীর আগেই ফাটল ধরছে শৌচাগারে। নির্মল বাংলার শৌচাগার নির্মানে এমনই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যাবহারের অভিযোগ উঠল। ঘটনার প্রতিবাদ কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। তদন্তের দাবীতে সরব হল বিজেপি। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বিষ্ণুপুর গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা ব্লক প্রশাসন।ঘটনায় জানা গেছে, সম্প্রতি কাঁকসার মলানদীঘি পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামে উপভোক্তাদের নির্মল বাংলায় শৌচাগার নির্মান শুরু হয়েছে। সপ্তাহখানেক ধরে চলছে সেই নির্মান কাজ। নব নির্মত শৌচাগারগুলির কয়েকটিতে ফাটল ধরায় সন্দেহ এলাকাবাসীর।

স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সংঘ চলবে সভাপতি সলিল করে নেতৃত্বে

আগরতলা, ১৫ জুন।। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সংঘের ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ৩১ সদস্যক রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে উক্ত ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের তারিখ আগামী তিন বছরের জন্য সলিল কর, সভাপতি এবং সুতপা কর, সাধারণ সম্পাদিকার নেতৃত্বে সমস্ত সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের তরফ থেকে প্রচারিত এক প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক চান আচার্য-রাজ্যপাল ধনকর

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : শনিবারই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এরপর ৪৮ ঘন্টা না কাটতেই আচার্য রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর জানিয়ে দিলেন, তিনিও উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল সিমেস্টারের পরীক্ষা ক্যাম্পাসে সশরীরে না-এসে বাইরে থেকেই দেওয়া উচিতশিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের বৈঠকে এমন প্রস্তাবই আলোচিত হয় শনিবার। তবে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন বলে খবর। সোমবার ধনকর টুইট করে জানান, সাত দিনের মধ্যে তিনি উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চান।

উপাচার্য, সহ-উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে সল্টলেকে বৈঠক শেষে শনিবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "যা আলোচনা হয়েছে, তা অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার রয়েছে। যা আলোচনা হয়েছে, তার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব যাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়া হবে।" মন্ত্রী জানান, পড়ুয়াদের অনেকেই চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। তাই ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পরীক্ষার প্রক্রিয়া শেষ করতেই হবে। সোমবার রাজ্যপাল জানান, তাঁর অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজ্যের শিক্ষাসচিবের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করছেন। বেশ কিছু বিষয়ে অনেক পড়ুয়া চিন্তিত। তাঁরা আরও স্পষ্ট ধারণা চান। চিঠিও দিয়েছেন। তাই উপাচার্যদের সঙ্গে তাঁর 'ভার্চুয়াল' বৈঠকটা জরুরি হয়ে উঠেছে।

দাবীতে

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য থেকে আসা লোকদের করোনা পরীক্ষা করা, প্রতিমাসে ৭ হাজার ৫০০ টাকা করে গরিব অংশের মানুষদের প্রদান করা ইত্যাদি। এক ঘন্টা নীরব আন্দোলন কর্মসূচী শেষে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মানিক দেব, আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি কৃপেশ রায় সহ অন্যান্যরা।

এদিকে, এম জি এন রেগা কাজ বছরে ২০০ দিন করা, বহি রাজ্য থেকে ফেরত সকলকে সোয়েব টেস্ট করা, গরীব এবং শ্রমিক অংশের পরিবারে প্রথম মাসে ১০,০০০ টাকা এবং পরবর্তী ৫ মাস ৭,৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করার দাবি সহ ৭ দফা দাবিতে সোমবার সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে এক কর্মসূচি পালন করে।

উপস্থিত প্রদেশ অস্থায়ী সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস জানান, দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বর্তমানে দেশ আর্থিক সংকটে ভুগছে। বহু পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফিরতে সঠিক কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার ফলে বহু শ্রমিকের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে প্রাণহানি হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব রাহুল গান্ধীর দাবিগুলি সরকার যদি বাস্তবায়িত করে তাহলে হয়তো দেশে গরিব অংশে মানুষ বিশেষ করে দেশ নির্মাতা শ্রমিক অংশের মানুষ পুনরায় বাঁচায় অনুসন্ধান পাবে।

কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আগামী দিনে দেশে পুঁজিপতিরা এবং শিল্পপতিরা আরো শক্তিশালী হবে, আর গরিব মানুষের মৃত্যুবরণ ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাই সোমবার গোটা রাজ্যে জেলাভিত্তিক সাত দফা দাবির ভিত্তিতে কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেস নেতৃত্ব রহুল গন্ধির দাবিগুলি বাস্তবায়িত করেন। নয়তো আগামী দিনে এ ধরনের কর্মসূচি ব্লক ভিত্তিক নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান তিনি।

কোয়ারেন্টাইনে থাকা সমস্ত লোকদের খাওয়া-দাওয়া সহ তাদের সুযোগ-সুবিধা, স্কুলে পড়াশোনার অবস্থা খুবই দুরবস্থা। লক ডাউনে শ্রমিকদের পরিবারকে ৭৫০০ টাকা প্রদান সহ মোট ৭ দফা দাবিতে সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়াতেও কংগ্রেস ভবনের সামনে নীরব প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুকে প্লেকার্ড লাগিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেও, দলীয় কার্যালয়ের সামনেই পুলিশ গতিরোধ করে। এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দলীয় অফিসে ঢুকিয়ে দেয় কর্মীদের। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কংগ্রেস নেতৃ লক্ষ্মী নাগ, যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরূপ দেব, সহ আরও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা। লক্ষ্মী নাগ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরম অবস্থায় আছে। এর জন্য একমাত্র দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উনার ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ভারতবর্ষের এই অবস্থা।

রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

গুপ্তা করোনা-পরীক্ষার খরচ ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানান, সেই অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন অমিত শাহ। বৈঠকে দিল্লি কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অনিল চৌধুরী বলেন, দিল্লিতে প্রত্যেকেরই করোনা-পরীক্ষা হওয়া উচিত। যাঁরা সংক্রমিত এবং প্রভাবিত অঞ্চলে রয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া উচিত।

দিল্লিতে করোনা-ত্রাসের প্রেক্ষিতে এই নিয়ে তৃতীয় বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর আগে রবিবার দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বাইজল, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন, মেয়র এবং দিল্লির তিনটি পৌর নিগমের কমিশনাদের বৈঠক করেছিলেন অমিত শাহ।

সংকটে

● প্রথম পাতার পর

থেকে দেওয়ান পাশা গ্রামে রেডজোনে থাকা গ্রামবাসীদের ভোজ্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় চক্রবর্তী, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য কেবল নদীসহ প্রমোখরা। এদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ঊনকোটি গ্রাম পঞ্চায়েতে গরীবদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তুরাচাদ সর্মা বেশ কয়েকজন নেতা। কংগ্রেসের নেতারা করোনা ইস্যুতে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত কে অভিযুক্ত করা হয়।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

প্রকার অসন্তোষ ব্যক্ত করে। তাদের অভিযোগ তাদেরকে যখন এ্যাম্বুলেন্সে করে ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে পুনরায় গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই সাথে টাকা পয়সা আনার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইদিন তাদেরকে ছাড়া হলেও কোন ধরনের গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। ফলে তাদেরকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এআইসিসি

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্বপ্রাপ্ত লুইজিনহো ফেলেইরিও এবং তেলেঙ্গানার দায়িত্বপ্রাপ্ত খুন্তিয়াকে পরিবর্তন করা হতে পারে। এছাড়া অনেক রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাই এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক নন। এক্ষেত্রে রদবদল করা হবে। তাছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে দেশের যে আর্থিক অচলাবস্থা চলছে এক্ষেত্রেও এ আই সিসি বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

লঙ্ঘন পাকিস্তানের

আটের পাতার পর

তুমুল গুলির লড়াই।সোমবার দুপুর ২ টো ৩০ মিনিট নাগাদ এই গোলা বর্ষণ শুরু হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের জুন মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত ২০২৭ বার সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে পাকিস্তান। গত দুই সপ্তাহে রাজৌরি এবং পুঞ্চ - এ পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় তিন জন ভারতীয় সেনা জওয়ান প্রাণ হারিয়েছে।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

না, বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বলে চিৎকার করছে, কখনো রক্তদান কর্মসূচী আক্রান্ত বলে চিৎকার করছে। অথচ, এই রাজ্যে সরকার যেমন ব্যাপক মাত্রায় ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করেছে, তেমনি বিজেপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যাক্তি বিশেষ ত্রাণ বন্টনে এই সময়ে এক নয়া নজির সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের বিরোধী দল বিশেষত সিপিআইএম এর বক্তব্য হচ্ছে, উনারা ৬০ হাজারেরও বেশি পরিবারের কাছে ত্রাণ সামগ্রি পৌছে দিয়েছে বলে। তাই যদি ঘটনা হয়। তাহলে ত্রাণ বন্টনে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে যে চিৎকার দেওয়া হচ্ছিল, তার যথার্থতা কোথায়? আমরা এও লক্ষ্য করছি, যে রাজ্যে লকডাউন পরিস্থিতির পর সর্বত্র নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই রাজ্যের মানুষ কাজে বেরিয়েছে, তখন হাসপাতালগুলিতে রক্তের স্বল্পতার কথা বলে সিপিআই(এম) দল ও তার শাখা সংগঠনগুলিও রক্তদান কর্মসূচী গ্রহন করে আসছে। আমরা বিজেপি দল বরাবরই রক্তদানের মত কর্মসূচীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এক্ষেত্রে সকলকে উৎসাহিত করি, কারণ আমরা মনে করি রক্তদানের মত মহৎ দানের কর্মসুচী এটা নিছক কোন দলের নয়।

এটা সার্বজনীন, এর কোন বিকল্প নেই। তাই বিজেপির কার্যকর্তারা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালন করে আসছে এবং সকলকে এই কাজে উৎসাহিত করে আসছে। এই রক্তদান কর্মসূচী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে বলে কল্পিত প্রচার সংগঠিত করা হচ্ছে। যার আদৌ কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। গতকাল বিলোনিয়া মহকুমা ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রামে রক্তদান কর্মসূচী আক্রান্ত হয়েছে বলে আজ প্রভাতী দৈনিকগুলিতে সিপিআই(এম)এর অভিযোগ। অথচ প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে গতকাল এমন কোন ঘটনাই সোনাইছড়ি গ্রামে সংঘটিত হয়নি। তাদের রক্তদান কর্মসূচী বলে কিছু ছিল বলে গ্রামের মানুষ, প্রধান কেউ জানেনা। আমাদের মন্ডল সভাপতি ঘটনার খোজখবর নিয়ে আমাদের তা অবহিত করেন এবং আরো বলেন যে সোনাইছড়ি গ্রামে কোন এক বাড়িতে সিপিআই(এম) দলের আশ্রিত কিছু দুর্বত্ত জড়ো হচ্ছিল। গ্রামের মানুষ তা দেখে তাদেরকে জড়ো হওয়ার কারণ জানতে চান যে, এখানে জড়ো হওয়ার কারণ কি? তখন ওরা বলে, এখানে রক্তদান করা হবে। তখন গ্রামের মানুষ বলে এই গ্রামেই নাট মন্দিরে যুব মোর্চার রক্তদান কর্মসূচী হচ্ছে। আপনারা সেখানে এসে রক্ত দিতে পারেন। তারা এতে সারা না দিয়ে হই হট্টগোলে শুরু করে। গ্রামের মানুষ তাদেরকে বারংবার বলে এখানে হট্টগোল না করে চলে যাওয়ার জন্য। এরা কর্ণপাত না করে হট্টগোল চালাতেই থাকে প্রধানসহ গ্রামের মানুষ যুব মোর্চার নির্ধারিত রক্তদান কর্মসূচীতে চলে আসে।

এরপর জানা যায়, সোনাইছড়ির একটি দূরবর্তী অঞ্চলে কোন এক ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, সোনাইছড়ির ঐ বাড়িতে জড়ো হওয়া দুর্বত্তদের সরিয়ে দেয় এবং আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে। একে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) দল তার পলিটব্যুরোর সদস্য, রাজ্য সম্পাদক, বিরোধী দলের উপনেতা, শাখা সংগঠনসমূহের কর্মকর্তারা সকলে বলতে শুরু করে তাদের রক্তদান শিবির আক্রান্ত হয়েছে বলে। এসবই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের দলের প্রতি সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা। কারণ রাজনৈতিক বক্তব্য বা কর্মসূচী দিয়ে রাজ্যের মানুষকে জড়ো করতে পারছে না। ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বলে কখনো ত্রান সামগ্রি বন্টনে বাধা, কখনো রক্ত দান কর্মসূচীতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে সম্পূর্ণ গোয়েবলসিও কায়দায় অপপ্রচার সংগঠিত করে মানুষের সহানুভূতি আদায়ের অপচেষ্টা।

আমরা বিজেপির তরফ থেকে আবারও রাজ্যের সবকটি রাজনৈতিক দল, সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সকলের নিকট আবেদন করছি, রক্ত দানের মত মহৎ দানের কর্মসূচী পরিকল্পনা মাফিক ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার জন্য। সাথে সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি দলের রাজ্য সভাপতিসহ নেত্রীবৃন্দের যে আহ্বান ত্রাণ বন্টন, রক্তদান কর্মসূচীর মত কর্মসূচীগুলি দলমতের উর্ধে উঠে নির্দ্বিধায় যাতে করা যায় এতে যাতে কোন বাধা বিপত্তি সৃষ্টি না হয় তা দেখার জন্য বিজেপির সকল স্তরের কার্যকর্তাদের নজর রাখার জন্য।

একজন

● প্রথম পাতার পর

ততক্ষণে স্পটেই প্রাণ হারায় শান্ত বিশ্বাস নামে এক যুবক। দুজনকেই উদ্ধার করে দমকলের কর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসেনজিত সরকার নামে আরো একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অটো চালক। এই ঘটনায় এনসিসি থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, ধলাই জেলার মানিক ভান্ডারে পথদুর্ঘটনায় এক বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত বাইক চালকের নাম রাহুল দেববর্মা। তার বাড়ি রাঙ্গিছড়া এলাকায়। রবিবার রাতে দুরাই শ্যামরাই থেকে বাইকে করে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিল। বাইক নিয়ে দ্রুতবেগে যাবার সময় রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত ক্রমে পুলিশ জানিয়েছে বাইক চালক রাহুল দেববর্মা প্রচন্ড মদমত্ত অবস্থায় ছিল। মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত বেগে বাইক চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারায় রাস্তার পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা দেওয়ায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

পরিষদ

● প্রথম পাতার পর

মিলবে।

এই দাবীগুলিকে সামনে রেখে ১৭ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে। ৫৮৭ টি ভিলেজ কমিটি, ১০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতসহ বিভিন্ন জায়গায় গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলন করবে। দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে, যাদের আয়কর দিতে হয়না সেই পরিবারকে দশকেজি চাল মাথাপিছু প্রতিমাসে, সাড়ে সাত হাজার টাকা পরিবার পিছু প্রতিমাসে দেয়া। রেগার মজুরী বাড়ানো। কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কাজ করলেই হবে না। রেগাতে কাজ হচ্ছে কিন্তু মজুরী পাওয়া যাচ্ছে না। রেগার কাজ শেষ হওয়ার সাত দিনের মধ্যে মজুরী দিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দলবাজী করা হচ্ছে। রেগর কাজ সবাইকে দিতে হবে। যাদের রেশন কার্ড বা জব কার্ড নাই তাদেরও কাজ দেওয়া হোক।

সাংবাদিক সম্মেলনে জীতেন্দ্র চৌধুরী রাজ্যে করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাফিলতির উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে বহিঃরাজ্য ও বিদেশ থেকে যারা রাজ্যে আসছেন তাদের সকলের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। তাতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে বাড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

ওবায়দুল কাদের

পাচের পাতার পর

প্রাচীর গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে চিরচেনা জগৎ আবার ফিরে আসবে আশা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগের সাধালন সম্পাদক বলেন, ফুল-ফল-ফসল, হাসি-আনন্দের বাংলাদেশ, উদ্বেগহীন গোধূলি আর আশা জাগানিয়া সুবর্ণ প্রভাত আবারও ফিরে আসবে ইনশা আল্লাহ।করোনার এই দুঃসময়ে সংকটের সাহসী নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি বলেন, ভালো থাকার মূলে সচেতনতা, আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে সার্বজনীন ঐক্য, সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রয়াস। আসুন, আমরা সরকারের নিরলস প্রয়াসে একে অপরকে সহযোগিতা করি, প্রকারান্তরে যা নিজেকে নিজে সহযোগিতা করা।

গ্রেফতার অভিযুক্ত

তিনের পাতার পর

আজ দুপুরে হয়তো সে অন্যান্য দিনের মতো তার মাকে বেদম পিটিয়েছে। আর এতেই তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। পরে বেগতিক দেখে লাশ নিয়ে কলা বাগানে ফেলে এসেছে। এদিকে তার মাকে সে মারেনি, এই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছে অভিযুক্ত বিকি গাড়া ওরফে মুন্না।

আর্য়ুবেদিক হাসপাতালে আর্য়ুবেদিক কিটস্ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ত্রিপুরা আর্য়ুবেদিক ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় আর্য়ুবেদিক হাসপাতালের সামনে আর্য়ুবেদিক কিটস্ প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ মানিক সাহা। আর্য়ুবেদিক কিটস প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, আর্য়ুবেদ সবচেয়ে পুরানো চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়াতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে জনগণকে সচেতন করতে সোমবার এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডাঃ মানিক সাহা বলেন, আর্য়ুবেদিক খুবই সময়োপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিদিন সকালে শুকনো আদা, কিচমিচ ও গুল মরিচ দিয়ে চা পান করলে যথেষ্ট উপকার আসে। আর্য়ুবেদিক চিকিৎসা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি আহ্বান জানান।

টিপিএফ

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসক নিয়োগ করা উচিত ছিল।

তাঁর বক্তব্য, এডিসি-তে প্রশাসক নিযুক্তির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সর্বদলীয় বৈঠক করেননি। এতে তিনি জনজাতিদের ভাবাবেগে আঘাত করেছেন। কারণ, জনজাতিদের সাথে সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসেবে তিনি নিযুক্তি দিয়েছেন। পাতালকন্যা জমাতিয়ার কথায়, গত ২৩ মে রাজ্যপালের কাছে এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের বিষয়ে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দাবি মেনে নেননি রাজ্যপাল। তাই, আজ বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি। তিনি জানান, বড়মুড়ার খামতিংবাড়ি, এডিসি সদর খুমুলুঙ, খোয়াই জেলার বাইজলবাড়ি, ধলাই জেলার আমবাসা, উদয়পুর মহকুমার মহারানিপুর, গোমতি জেলার অমরপুর, দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্র মনু এবং কুমারঘাট মহকুমার ডেমদুং এলাকায় রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে।

পাতালকন্যা জমাতিয়া সাফ বলেন, জনগণের দাবি মেনে রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণকে এডিসি-র দায়িত্ব দিতে হবে। এক মাসের মধ্যে ত্রিপুরা সরকার এই পদক্ষেপ না নিলে রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এ ধরনের আন্দোলন সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে হচ্ছে, এর জবাবে তিনি বলেন, বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমেছি। সরকার আমাদের দাবি না মানলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

আজ টিপিএফ-র এই আন্দোলনকে চাঁচাছোলা ভাষায় বিঁধেছেন শাসকদল বিজেপি-র মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, প্রদ্যুতের হাতে এডিসি-র দায়িত্ব তুলে দেওয়ার দাবি অসাংবিধানিক। কারণ, তিনি কোনও সাংবিধানিক পদাধিকারী নন। নবেন্দুবাবু বলেন, এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় বর্তমান অতিমারির পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিযুক্ত করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা ছিল না। কারণ, এখন নির্বাচন সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর দাবি, সংবিধান মেনেই রাজ্যপালের হাতে এডিসি-র ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনিও সংবিধান মেনেই প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন। আজ টিপিএফ যে দাবি তুলেছে তাতে স্পষ্ট, সংবিধান সম্পর্কে তাঁদের ন্যূনতম ধারণা নেই, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি। সুর আরও চড়িয়ে নবেন্দু বলেন, প্রদ্যুতের অবস্থান নিয়েই আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। তাই, দাবি আদায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কারোর কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু জনস্বার্থ এবং জনগণের সুবিধা ক্ষুণ করে নয়।

এদিকে, টিপিএফ-এর এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি বামফ্রন্টও। বরং তাঁদের সুবিধাবাদী হিসেবে বিঁধেছেন বামফ্রন্ট কনভেনর বিজন ধর। বিজনবাবুর কথায়, সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী এডিসি-র মেয়াদ সমাপ্ত হলে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। রাজ্য সরকারই সেই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, কোনও একজন ব্যক্তিকে এডিসি-র ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য বলা উচিত নয়। শুধু তা-ই নয়, কোভিড-১৯ অতিমারির পরিস্থিতিতে দাবি আদায়ে রাস্তা অবরোধ কোনও অবস্থায় সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, টিপিএফ সুবিধাবাদী পার্টি। তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। তবে, সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে এডিসি নির্বাচন হোক চাইছি।

এদিন, আইপিএফটির সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা রাস্তা অবরোধের বিরোধীতা করেছেন। তাঁর দাবি, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে এডিসির ক্ষমতা হস্তান্তর সাংবিধানিক ভাবে সম্ভব নয়। তবে, তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বর্তমানে করোনা অতিমারীর বিপর্য্যয়ের মুহূর্তে এই ধরনের আন্দোলন অশুভনীয় এবং অযাচিত। এদিকে, আইএনপিটিও এই ইস্যুতে ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্টের দাবীকে সমর্থন করেনি। দলের সাধারণ সম্পাদক জগদিশ দেববর্মার কথায়, টিপিএফ তাদের সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাস্তা অবরোধ করেছে। কিন্তু, লকডাউনে এখনই এই আন্দোলনে যাওয়া উচিৎ হয়নি। তিনি এডিসির ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে হস্তান্তর এবং প্রশাসক নিযুক্তি সাংবিধানিক রীতি মেনেই হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

ফিরেছেন

● প্রথম পাতার পর

একান্তবাসে পাঠানো হবে। এছাড়া সকলের নমুনাও সংগ্রহ করবে ত্রিপুরা সরকার।

রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক অমল মল্লিক, পৌর মাতা শুক্লা দেব সরকার, বিজেপি দক্ষিণ জেলার সহ-সভাপতি গৌতম সরকার, সহ আরও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।। রক্তদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী।

মৃত্যু বেড়ে ৪৭৮

আটের পাতার পর

আফগানিস্তানে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হল ২৫,৫২৭। আরও ৭ জনের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ৪৭৮ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ৫,০৯০ জন।

সোমবার আফগান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছেন, শেষ ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬১ জন এবং ১,৫৫১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৬৫ জন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৭ জনের।

১২০০ ছাড়াল

পাচের পাতার পর

৩৭ লাখেরও বেশি মানুষ।জেএইচইউর তথ্য অনুসারে, করোনায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রে সোমবার পর্যন্ত ২০ লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৩২ জনের। এছাড়া ব্রাজিলে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৯ লাখ মানুষ এবং মারা গেছেন ৪৩ হাজার ৩৩২ জন।আক্রান্তের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রাশিয়া। এরপরই রয়েছে ভারত, যুক্তরাজ্য এবং স্পেন।যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলের পর করোনাভাইরাসে মৃতের তালিয়ায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার ৭৮৩ জন।

এ দিকে, চীনা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সোমবার জানিয়েছে যে দেশটিতে রবিবার নতুন করে আবারও ৪৯ জনের শরীরে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৩৯ জন স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত হয়েছেন। তবে সেখানে নতুন কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ২১৩টিরও বেশি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

ক্রীড়াঙ্গন

এইবারের বিপক্ষে ফিরছেন আজার-আসেনসিও

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় মাঠে নামার আগে দারুণ এক সুখবর পেল রিয়াল মাদ্রিদ। চোট কাটিয়ে এই ম্যাচের দলে ফিরেছেন ফরোয়ার্ড এদেন আজার ও মার্কো আসেনসিও।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রোববার রাত সাড়ে ১১টায় এইবারের মুখোমুখি হবে রিয়াল।আসেনসিও দলে ফিরলেন ১১ মাস পর। গত বছরের জুলাইয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন লম্বা সময়ের জন্য। ২০১৯-২০ মৌসুমে তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা তাকে সুযোগ করে দিয়েছে এই মৌসুমেই আবার মাঠে নামার।আজারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা একইরকম। তার ডান পায়ে অস্ত্রোপচার হয় গত মার্চে; তাতে মৌসুমের বাকিটা শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল প্রবলভাবে।

তবে লিগ স্থগিত থাকায় গত তিন মাসে সেরে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। নতুন করে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক মৌসুমে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি গোল করা আজার। মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই দুজনকে ফিরে পেয়ে বেশ খুশি জিদান। "ভালো খবর হলো, তারা দুজনই অন্য খেলোয়াড়দের মতো প্রস্তুতির সময় পেয়েছে। আসেনসিও স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করছে, আজারও তাই। দুজনকেই পাওয়া যাবে (এইবারের বিপক্ষে)। এটি আমাদের জন্য ভালো খবর।" নতুন করে ফেরার আগে অবশ্য একটা শূন্যতা আছে রিয়াল শিবিরে। লুকাস ভাসকেসকে পাচ্ছে না দলটি। মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেশির চোটে ভুগছেন তিনি। ক্লাবের পক্ষ থেকে অবশ্য তেমন কিছু জানানো হয়নি। তবে এইবার ম্যাচে ২৩ জনের স্কোয়াডে তাকে রাখেননি কোচ জিদান। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল।

ফাইনালে ইউভেন্তুসের প্রতিপক্ষ নাপোলি

আগের দিন এসি মিলানকে পেছনে ফেলে ফাইনালে উঠেছে ইউভেন্তুস। এবার নির্ধারণ হয়ে গেল ইতালিয়ান কাপের শিরোপা লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষও। মিলানের আরেক দল ইন্টার মিলানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ধাপে পা রেখেছে নাপোলি।নাপোলির মাঠ সান পাওলোয় শনিবার রাতে শেষ চারের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। তবে প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলে ২-১ অগ্রগামিতায় ফাইনালে ওঠে নাপোলি।ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে ক্রিস্তিয়ান এরিকসেনের অসাধারণ গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ডেনমার্কের এই মিডফিল্ডারের ডান পায়ের বাঁকানো কর্নারে বল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে গোলরক্ষক দাভিদ অসপিনার পা ছুঁয়ে জালে জড়ায়।৪১তম মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে দারুণ এক পাল্টা-আক্রমণে সমতা টানেন ড্রিস মের্টেন্স। ক্ষিপ্র গতিতে বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে লরেন্সো ইনসিনিয়ে পাস বাড়ান ডানদিকে। ফাঁকায় বল পেয়ে প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মের্টেন্স।এতে নাপোলির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন বেলজিয়ামের এই ফরোয়ার্ড। ১২১ গোল করে এতোদিন রেকর্ডে তার সঙ্গী ছিলেন স্লোভাকিয়ার মারেক হামসিক।আগামী ১৭ জুন রোমের ফাইনালে টুর্নামেন্টের রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস মুখোমুখি হবে নাপোলি।

'নেতা-গোলদাতা' রোনালদোর অভাব বোধ করে রিয়াল

গোল করায় তার জুড়ি ছিল না। সেই সঙ্গে আরও ভালো করতে উজ্জীবিত করতেন সতীর্থদের। দলে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর এই ভূমিকাগুলো রিয়াল মাদ্রিদ খুব মিস করে বলে জানিয়েছেন দলটির মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ।রিয়ালের হয়ে দীর্ঘ ৯ বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ারের ইতি টেনে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে ১১ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুসে নাম লেখান রোনালদো।রিয়ালের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জেতেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড ৪৫০ গোল করা পর্তুগাল অধিনায়ক সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে থাকার সময় বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতেন চারবার।রিয়ালের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ে রোনালদোর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার চলে যাওয়ার পরের মৌসুমে প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় দলটি।ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতার এবারের আসরেও খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই মাদ্রিদের দলটি। করোনাভাইরাসের কারণে মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে তারা ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারে ২-১ ব্যবধানে।বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে রোনালদো ও লিওনেল মেসির এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা আধিপত্যে ছেদ ঘটিয়ে ২০১৮ সালে পুরস্কারটি জিতে নেন মদ্রিচ। সোমবার গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক সময়ের সতীর্থকে প্রশংসায় ভাসান এই ক্রোয়াট তারকা।"রোনালদো সর্বকালের সেরাদের একজন। আমরা তার গোল ও অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকার অভাব অনুভব করি। ক্রিস্তিয়ানো সবসময় জিততে চায়। সে আমাদের অনুপ্রাণিত করত এবং সেরাটা বের করে আনত।""একজন মানুষ হিসেবে সে দশে দশ। বড় হৃদয়ের এবং প্রয়োজনের সময় সবাইকে সহযোগিতা করতে সে সবসময় প্রস্তুত।"নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন ৩৪ বছর বয়সী মদ্রিচ। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০-২১ মৌসুম শেষে। এখানেই ক্যারিয়ার শেষ করার ইচ্ছা তার। এরপর চেষ্টা করবেন কোচ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে।"আরও দুই বছর বা তারও বেশি সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। এরপর দেখব, পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। আমি রিয়ালে ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চাই, কিন্তু এটা নির্ভর করছে ক্লাবের ওপর।"

সুয়ারেসকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ বার্সা কোচ

চোট কাটিয়ে দীর্ঘ দিন পর দলে ফেরা লুইস সুয়ারেসকে নিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চান না বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। তাই পরীক্ষিত স্ট্রাইকার ও আক্রমণে লিওনেল মেসির বিশ্বস্ত সঙ্গী উরুগুয়ের এই তারকাকে আগামী ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলানোর ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তিনি।করোনাভাইরাসের কারণে লম্বা বিরতির পর মঙ্গলবার কাম্প নউয়ে প্রথম ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা; প্রতিপক্ষ লেগানেস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়।

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে গত শনিবার মায়োর্কাকে ৪-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। ওই ম্যাচে আক্রমণভাগে মেসির সঙ্গী ছিলেন অঁতোয়ান গ্রিজমান ও ফ্রেক্রয়ারিতে দলে ভেড়া মার্টিন ব্রাথওয়েট। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে ৩০ মিনিট খেলেন সুয়ারেস।জানুয়ারিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করানোয় এ মৌসুমে সুয়ারেসের খেলার বাস্তবিক কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসে বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে সেরে উঠে এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।দলের মূল স্ট্রাইকারের ফেরা স্বস্তি হয়ে এসেছে বার্সেলোনার জন্য। তবে সদ্য চোট কাটিয়ে ফেরায় তারকা খেলোয়াড়কে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চান না কোচ। লেগানেস ম্যাচের আগের দিন সোমবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানান সেতিয়েন।"আগামীকাল লুইস সুয়ারেস শুরুর একাদশে থাকবে কি-না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেইনি, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে। চোটের কারণে লম্বা সময় বাইরে থেকে ফেরার পর পেশির চোটে পড়া খুবই স্বাভাবিক।"

আক্রমণভাগ সাজাতে প্রয়োজনে তাই গ্রিজমানের ওপরে আস্থা রাখছেন কোচ।"গ্রিজমান প্রায় সব ম্যাচই খেলেছে। এটা ঠিক, এখন আরও বেশি খেলোয়াড় আছে এবং ম্যাচে সবাইকে ভাগাভাগি করে খেলানো যাবে...গ্রিজমান আক্রমণভাগে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাবে, সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।"কে শুরুর একাদশে থাকল বা না থাকল, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেতিয়েনের কাছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকে খেলানোর পক্ষে তিনি। ঠাসা সূচিতে খেলোয়াড়রা যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, এজন্য তার এই পরিকল্পনা।

লিগে এখনও ১০ রাউন্ডের খেলা বাকি। শিরোপা ধরে রাখার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে বার্সেলোনা।

পরের ম্যাচেই শিরোপা চাই বায়ার্নের

বাকি তিন রাউন্ডে একটি জয় পেলেই লক্ষ্য পূরণ হবে বায়ার্ন মিউনিখের। অন্য কোনো হিসেব ছাড়াই টানা অষ্টমবারের মতো নিশ্চিত করবে লিগ শিরোপা। তবে অপেক্ষায় থাকতে চান না দলটির কোচ হান্স ফ্লিক। পরের ম্যাচেই পরতে চান মুকুট।অবনমনের শঙ্কায় থাকা ভার্ডার ব্রেমেনের মাঠে আগামী মঙ্গলবার খেলতে নামবে বায়ার্ন। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায়।এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে দলে ফিরছেন মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা রবের্ত লেভানদোভস্কি এবং এক মৌসুমে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড থেকে এক ধাপ দূরে থাকা টমাস মুলার। হলুদ কার্ডের খাড়ায় গত শনিবার বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে দলের ২-১ গোলে জেতা ম্যাচে ছিলেন না আক্রমণভাগের এই দুই খেলোয়াড়।এক দশক ধরে ব্রেমেনের মাঠে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে বায়ার্ন। এই সময়ে এখানে ১২টি ম্যাচ জিতেছে তারা। আগামী ম্যাচে সংখ্যাটাকে ১৩ করতে পারলেই নিশ্চিত হবে তাদের ৩০তম লিগ শিরোপা। ফ্লিকের অভিষেক মৌসুমে 'ট্রেবল' জয়ের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ পেরুবে তারা। কোচিং ক্যারিয়ারে প্রথম লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ পেতে মোটেও দেরি করতে চান না গত নভেম্বরে দায়িত্ব পাওয়া ফ্লিক।"মঙ্গলবারেই আমরা কাজটা শেষ করতে চাই। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দারুণ ছন্দে আছি এবং জয়ের ধারা ধরে রাখতে চাই।""লক্ষ্য হলো ব্রেমেনে আবারও জেতা। আমরা হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে চাই।"শেষ ১০ লিগ ম্যাচেই জিতেছে বায়ার্ন।

আসছে ম্যাচে জিতলে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে দলটি। ডর্টমুন্ডেরও হাতে আছে তিন ম্যাচ।গত ডিসেম্বরে প্রথম লেগে ব্রেমেনকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বায়ার্ন। জোড়া গোল করেছিলেন লেভানদোভস্কি। এখন পর্যন্ত তার গোলসংখ্যা ৩০। মৌসুমে ২০ অ্যাসিস্ট করা মুলারও সেদিন পেয়েছিলেন জালের দেখা।চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে লেভানদোভস্কি করেছেন ৪৫ গোল। আর এক গোল করলেই বুন্ডেসলিগায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়বেন তিনি। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ মৌসুমেও লিগে ৩০ গোল করেছিলেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।শেষ দুই ম্যাচে জয় পেলেও বায়ার্নের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। গত বুধবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে জার্মান কাপের ফাইনালে ওঠে তারা। তিন দিন পর একই ব্যবধানে মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে পৌঁছে যায় লিগ শিরোপার খুব কাছে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বায়ার্ন। তাতে সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের আশা ভালোভাবেই টিকিয়ে রেখেছে জার্মানির সফলতম দলটি। ২০১২-১৩ মৌসুমে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়েছিল তারা।

No. F.4-32/E-auction/Timber/SDFO(KGT)/2020-21/ 2102-28 dated 06/06/2020
INVITING E-AUCTION
Sub-Divisional Forest Officer , Kumarghat floated Notice Inviting Auction for 488.681 Cum (19 lots) round timber through "e-auction.gov.in" .Last date for submission of document 20/06/2020. Complete NIA may be collected from office of the SDFO, Kumarghat or may be access from web site of Tripura Forest Department.
Sd/- Sub-Divisional Forest Officer Kumarghat Forest Sub-Division
Sub-Divisinal Forets
ICA/C-606/2020-21 Office Kumarghat Forest Sub Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-05/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.09/06/2020
On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 on two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 18/06/2020 for the works vide (i) DNIT no. 20/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt. 09/06/2020, (ii) DNIT no. 21/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.09/06/2020. Fordetailsvisitwebsite https://tripuratenders.gov.in / eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ email — eenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-595/2020-21 (Er. Sujit Sil)
Executive Engineer,
RD Kumarghat Division

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2020-21/01 DATED 12.06.2020
Name of Work(s):- 1. Providing internal electrification of power sockets & other items of newly constructed G+3 (Admin building) of IGM Hospital, Agartala, West Tripura. DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2020-21/01
Last date for receipt of application for tender form: - 19.06.2020 Last date for issue of tender form: - 20.06.2020 Last date and time for receipt of tender document: 23.06.2020 upto 3:00 pm. Cost of tender form: - Rs 500.00 for each work.
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
ICA/C-600/2020-21 S.D.O. (E) I. E. Sub-Division No.-II Agartala, West Tripura.

Short Notice Inviting Tender No: 5(2)-SF/(SNM)/TEND/2020-21/ Dated,
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender are hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura, from the bona fide Fish seed grower (Individual/Fishery based SHGs/ MSS Ltd.) at Kathalia Block for supplying of Major Carp fingerling (IMC-size 7cm & above) in different Gram Panchayets/ Village Committees of Kathalia Block areas under Sonamura Sub-Division for the financial year 2020-2021. The last date of submission of tender is on 25.06.2020 up to 4.00 P.M. Form & other term and condition of the tender may collected from Development Section of the office of the undersigned from the date of advertisement in the local daily newspaper to 23.06.2020 at any working days from 11.00 A.M to 3.00 P.M.
ICA/C-611/2020-21 (KA HOSSAIN) SUPDT.OF FISHERIES SONAMURA SUB-DIVISION

FOREST DEPARTMENT
ARANYA BHAWAN,
GURKHABASTI AGARTALA, WEST TRIPURA
ADVERTISEMENT FOR ONLINE PHOTOGRAPHY COMPETITION
Forest department has a mandate to organize Vanamahotsav every year. This year Forest Department commemorate the State Level Vanmahotsav- 2020 on 04 July 2020 through ceremonial planting and create awareness among the people on the importance of tree planting through digital platform on account of the prevailing COVID-19 pandemic situation. In this connection Forest Department is planning to organize an online Photography competition from the students of different Colleges and Universities in the State of Tripura.
Forest Department invites from the Interested & eligible students from different Colleges and Universities of Tripura for participating the online Photography Competition on the eve of Sate Level Vanamahotsav- 2020 on the theme "Trees & Life on Earth". Interested/ eligible candidate can download/ fill up the form which is available in the website: (https://forest.tripura.gov.in) and send along with Photograph (at least 10 mega pixel resolution) to the email dcfhq.tripurad),gmail or dcfhq.tfd-tr@nic.in. Winners will be given prize money (1st @ Rs 5000/-, 2nd @ Rs 3000/-86 3rd @ /:•:\ Rs 1500/-) with a certificate.
Application along with soft copy of the Photograph (at least 10 mega pixel resolution) shall reach this office by email dcfhq.tripura0,gmail or dcfhq.tfd-tr@nic.in only within 22/06/2020 before 05.00 PM. Further information/ clarification if required can be obtained over telephone only (+91 9485150092) from the Forest Head Quarters.
ICA/D-178/2020-21 Sd/- PCCF & HoFF.
Tripura

জাগরণ 16 June, 2020, Tuesday আগরতলা ১৬ জুন, ২০২০ ইং, ■ ২ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সদর জেলা কংগ্রেস ৭দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গণঅবস্থান পালন করে। ছবি- নিজস্ব।

ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের ১০২তম সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের ১০২তম সভা আজ মহাকরণের ১ নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের আবাসন প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থা এবং নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, পূর্ত দপ্তরের (সড়ক এবং সেতু) চীফ ইঞ্জিনীয়ার দীপক চন্দ্র দাস, পূর্ত দপ্তরের (বিল্ডিং) চীফ ইঞ্জিনীয়ার সঞ্চয়িতা দাস, ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের মূখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ইঞ্জিনীয়ার রতন কুমার সরকার সহ ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের অধীনে যে সকল নির্মাণ প্রকল্পগুলি অসম্পর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে কাজগুলি শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

সভায় ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ইঞ্জিনীয়ার রতন কুমার সরকার বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আগরতলায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে মালিকানা ভিত্তিক বহুতল আবাসন নির্মাণের কাজ টেণ্ডার প্রক্রিয়ায় নতুন করে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে এবং পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে। তিনি জানান, নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে শ্যামলিমা অ্যাপার্টমেন্ট-এ ৬টি মার্কেট স্টল নির্মাণ করেছে ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ড। এই স্টলগুলি বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়েছে। এছাড়াও নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সের শ্যামলিমা অ্যাপার্টমেন্টে ২৪টি নতুন গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যারেজগুলির দর সংশোধিত করে পুনরায় বোর্ডের অনুমোদনের পর ফ্ল্যাট মালিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। বোর্ড মিটিং-এ ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকসন বোর্ডের ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাত দফা দাবীতে এআইডিএসওর ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ইউনিয়ন সাত দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ জানান লকডাউন জনিত পরিস্থিতির কারণে এখনো পর্যন্ত নবম এবং একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। অথচ এরই মধ্যে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস অনলাইনে শুরু হয়ে গেছে। ফলাফল ঘোষণার আগেই অনলাইনে ক্লাস শুরু করায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ছাত্র স্বার্থে অবিলম্বে নবম এবং একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল অবিলম্বে ঘোষণা করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তরের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনের অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে এবং বেসরকারি স্কুলগুলোতেও ফি মুকুব করতে হবে। ছাত্র হিতে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার ষড়যন্ত্র চলছে অভিযোগ ১০৩২৩ এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। দল এবং মন্ডলকে কাজে লাগিয়ে ১০,৩২৩ সংগঠনকে ছত্রভঙ্গ করার চক্রান্ত চলছে। মণ্ডল দিয়ে ১০,৩২৩ শিক্ষকদের স্থায়ী সমাধানের সমস্যার সুরাহা করা সম্ভব নয়।

এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সরকারকে বিষয়টি তদন্ত করা জরুরি।

সোমবার জগন্নাথ বাড়ি এলাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান অল ত্রিপুরা সরকারি ১০,৩২৩ শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা।

তিনি এদিন আরো বলেন গত ১২ জুন সংগঠনের এক নিরব কর্মসূচিতে পুলিশ আচমকা হস্তক্ষেপ করে শিক্ষকদের গণহারে গ্রেফতার করে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ১০,৩২৩ শিক্ষক সংগঠন যখন আন্দোলনের নামে তখন তাদের পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু মন্ত্রীরা এবং বিধায়করা যখন হল সভা করে কোভিড ১৯ এর আওতায় কি পড়ছেন না ? এই ধরনের ঘটনা তীব্র নিন্দা দায়ক বলে তিনি জানান।

পরিকল্পনা মাফিক চলছে এই ধরনের ঘটনা। কিন্তু সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচি এভাবে রুখা যাবে না। যদি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে তিনি এদিন হুঁশিয়ারি দেন। সাংবাদিক এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বজিৎ বণিক, রাজেশ সাহা সহ অন্যান্য।

পুর নিগমের সাফাইকর্মীদের রেইন কোট বিতরণ করল যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। আগরতলা পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের মধ্যে রেইন কোট বিতরণ করলো বিজেপি যুব মোর্চার কর্মকর্তারা। সোমবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আগরতলা মন্ডলের পক্ষ থেকে ৭ নং ওয়ার্ড অফিসের সামনে পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের রেইন কোড তুলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুব মোর্চা সদর জেলা সম্পাদক সুশান্ত ঘোষ বলেন পুর নিগমের সাফাই কর্মীরা বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করেন। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা মাথায় রেখেই রেইন কোড প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করতে পারছেন না চাকুরীচ্যুত এক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৫ জুন।। শিক্ষকতার চাকরি হারিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করতে পারছেন না ১০,৩২৩ এর এক শিক্ষক। ওনার নাম শ্যামল বিশ্বাস, বাড়ি গন্ডাছড়া নারায়নপুর এলাকায়। তিনি ২০১০ সালে শিক্ষকতার চাকরি পান। এরপর টানা দশ বছর চাকরি করার পর চলতি বছরের ৩১ শে মার্চ চাকরি শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে ওনার পক্ষে পরিবার প্রতিপালন করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার উপর ওনার স্ত্রী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। প্রতি মাসে স্ত্রীর চিকিৎসা বাবদ আট থেকে দশ হাজার টাকার ঔষধ লাগে। তিনি জানান গত তিন মাস ধরে অর্থের অভাবে স্ত্রীর ঔষধ কিনতে পারছেন না। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এককালীন ৩৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেছে হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষকের ন্যায় তিনিও শিক্ষা দপ্তরের তালবাহানার দরুন উক্ত টাকা পাচ্ছেন না। এমত অবস্থায় অতিকষ্টে স্ত্রী সহ ছেলে, মেয়েদের নিয়ে দিন যাপন করছেন। শ্যামল বাবু জানান তার এখন এমন অবস্থা যে রেশন থেকে চাল তুলার মত টাকা নেই। তিনি আরো জানান স্ত্রীর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছিলেন।

এখন তিনি কিভাবে সেই টাকা পরিশোধ করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এমত অবস্থায় তিনি সরকারের কাছে দাবি রাখছেন সরকারি ভাবে তার ক্যান্সার আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ ব্যাঙ্কের ঋন মকুব করা।

বিলোনীয়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ জুন।। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট চরমে। যার জন্য সঠিক সময়ে রক্ত না পেয়ে অনেক মুমূর্ষু রোগীকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে।।এরি মধ্যে সোমবার বীর শহীদ বিজয় দেববর্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীমন্দিরের নাট মন্দির প্রাঙ্গণে বিলোনিয়ার বিধায়ক শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।। এই রক্তদান শিবিরে অনেক রক্তদাতাকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।। সোমবার দুপুরে বিধায়ক কর্তিক আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

আজ আরও ৪০টি কোভিড-১৯ পজিটিভ অসমে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১৫৮ জনে বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ১৫ জুন (হি.স.) : গতকাল রবিবার একদিনে মোট ২১৮টি কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল। আজ এখন পর্যন্ত আরও ৪০টি পজিটিভ মামলা এসেছে। এ নিয়ে অসমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪১৫৮।

আজ নতুন সংক্রমিতরা যোরহাটের ৩১ জন, ধেমাজির তিনজন, বিশ্বনাথের দুজন, ধুবড়ির দুজন এবং লখিমপুর ও ডিব্রুগড়ের একজন করে দুজন। এছাড়া রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১৯৬০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তবে সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২১৮৭ জন। মৃত্যু হয়েছে আটজনের এবং তিনজন বহিঃরাজ্যের বাসিন্দা, তাঁদের স্বরাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল ১১:৩৫ মিনিটে এই তথ্য টুইট করে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে নতুন ৬৯ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তাঁদের মধ্যে নগাঁওয়ের ১৬ জন, ধুবড়ির ১৫ জন, কামরূপের ১২ জন, যোরহাটের ১০ জন, ধেমাজির ৬ জন, ওদালগুড়ি ৪ জন, কামরূপ (গ্রামীণ)-এর ৩ জন এবং বরপেটা জেলার ছিলেন ৩ জন। গতকাল এর আগে ৭:৪৫ আরও ১০৬ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট এসেছিল। তাঁদের মধ্যেও ৩২ জন ছিলেন নগাঁওয়ের, কামরূপের ২৮, দরঙের ১৩, বরপেটার ১০, করিমগঞ্জের তিন, লখিমপুরের দুই এবং ধেমাজি ও কাছাড়ের একজন করে দুজন। গতকাল মোট ২১৮ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছিলেন।

শিলিগুড়িতে আরও ২০ জনের শরীরে মিলল করোনার সংক্রমণ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুন (হি. স.) : করোনার থাবায় কাবু শিলিগুড়ি। সোমবার দুপুর পর্যন্ত নতুন করে আরও ২০ জনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

সূত্রের খবর, আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন টিকিয়াপাড়ার পাঁচজন, বাগরাকোটের দুজন, সুভাষপল্লীর একজন, দার্জিলিং মোড়ের দুজন, সেবক রোডের একজন, নবগ্রামের একজন, ঘুঘুমালির একজন, চয়নপাড়ার দুজন, যাদবপল্লীর একজন, মহারাজ কলোনির একজন, শ্রবণনগরের একজন, সমননগরের একজন, ভুপেন্দ্রনগরের একজন। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন প্রশাসনের কর্তারা। সংক্রামিতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা। আক্রান্তদের ইতিমধ্যেই কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০০ ছুঁই ছুঁই। পাশাপাশি অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

চিনে ফের বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণ, গণ-করোনা টেস্ট শুরু বেজিংয়ে

বেজিং, ১৫ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে আপাতত বোধহয় মুক্তি নেই, তা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে চিন। চিনে নতুন করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ। প্রথমে এক ধাক্কায় ৫৭ জন, পরবর্তী দিন (রবিবার সারাদিনে) প্রায় ৪৯ জন নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। করোনার নতুন ঢেউ শুরু হতেই উদ্বেগ বাড়ছে চিনে। ৪৯ জনের মধ্যে ৩৬ জনই বেজিংয়ের বাসিন্দা। করোনা-সংক্রমণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য বেজিং সংলগ্ন আরও ১০টি অঞ্চলে লকডাউন লাগু করেছে চিন। বন্ধ করে দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বেজিংয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে গণ-করোনা টেস্টিং। প্রচুর মানুষ করোনা-টেস্ট করাচ্ছেন।চিনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকেই প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সারা বিশ্বে ছড়িয়েছিল। টানা ৭৮ দিন কঠোর লকডাউনের পর এপ্রিলের মাঝামাঝি উহানকে করোনা-মুক্ত ঘোষণা করে চিন। তার মাসখানেক পর উহানেই নতুন একটি করোনা ক্লাস্টারের সন্ধান মেলে। সেটাও প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। কিন্তু নতুন ক্লাস্টারের সন্ধান মিলেছে রাজধানী বেজিংয়ে।

রাজৌরিতে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): করোনায় জেরবার গোটা বিশ্ব।প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্বজোড়া এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি পাকিস্তান। ফের নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান।রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ - এ গোলাবর্ষণ করেছিল পাকিস্তান। সোমবার রাজৌরির সুন্দরবনি সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে তারা। ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করা হয়। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।শুরু হয় দুই তরফের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিলঙে নেইগ্রিমসএর জনৈক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার মহিলা সংগঠন

শিলং (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : শিলঙে অবস্থিত নেইগ্রিমস হাসপাতালের জনৈক চিকিৎসকের লালসার শিকার যুবতীর হয়ে এবার গলা চড়াল মেঘালয়ের প্রথম সারির মহিলা সংগঠন সিএসডব্লিউ বা সিভিল সোসাইটি উইমেনসঅর্গানাইজেশন। বিশেষ করে নর্থইস্ট ইন্দিরাগান্ধী রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স (এনইআইজিআরআইএইচএমএস বা নেইগ্রিমস)-এর মতো প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক ডা. ঝুটন চৌধুরী যে কাজ করেছেন এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই মহিলা সংগঠনের।

এক প্রেস বিবৃতিতে সংস্থার সভানেত্রী অ্যাগনেস খারশিং সাফ জানিয়েছেন, মহিলা রোগীদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করেছেন ডা. ঝুটন চৌধুরী। ফলে তাঁকে কোনও অবস্থাতেই জামিন দেওয়া চলবে না। যদি ডা. ঝুটনের মতো ব্যক্তির জামিন হয়, তা হলে সেটা মহিলাদের কাছে আতঙ্কের বিষয় হবে।

একই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছে যুব সংগঠন হাইনেউত্রিপ ইয়ুথ কাউন্সিল (এইচওয়াইসি)-এর শিলং শাখা। নেইগ্রিমস কর্তৃপক্ষের কাছে এইচওয়াইসি দাবি জানিয়েছে, চিকিৎসক ডা. ঝুটন চক্রবর্তীকে শীঘ্র অপসারনের জন্য।

বিশেষ করে মহিলা নেত্রী খারশিং এই বিষয়টি নিয়ে তফশিল জাতি উপজাতি সুরক্ষা আইন ১৯৮৯ মাফিক ব্যবস্থা নিতেও দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২১ এবং ৩০ বছর বয়সের দুই মহিলা চিকিৎসা করানোর জন্য নেইগ্রিমসহাসপাতালে গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে তাঁদের সঙ্গে চিকিৎসক ডা. চৌধুরী বেলেল্লাপনা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হন দুই মহিলা।

এর পর নেইগ্রিমস কর্তৃপক্ষ নড়ে-চড়ে বসে। পরীক্ষা করা হয় সব সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। এতেই খোলাসা হয় সব অভিযোগ সত্য। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে মামলা হয়। ১৪ দিনের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছে মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক ডা. ঝুটন চৌধুরীকে। এই ঘটনায় তেতে রয়েছে শৈলশহর শিলং।

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে কাজ করে যাবে, দাবি দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): দিল্লিতে করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে কাজ করে যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, রবিবারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডাকা বৈঠক সফল হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র-রাজ্য একযোগে কাজ করে যাবে। করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একটু গাফিলতির আগে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই গাফিলতি এখন সরিয়ে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস কেন্দ্র দিয়েছে। ফলে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়বে। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ট্রেনের কামরা ব্যবহার করার পাশাপাশি দিল্লিতে থাকা ব্যাংকুয়েট হলগুলোতেও চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তাদেরকে হাসপাতালে বাড়তি অংশ হিসেবে বিবেচিত করা হবে। গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। আর করোনায় অসুস্থ কিন্তু শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক তাদের চিকিৎসা ট্রেনের কামরা এবং ব্যাঙ্কুয়েট হলগুলোতে হবে। বর্তমানে দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা পরীক্ষার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। আগামী ৬ দিনের মধ্যে পরীক্ষার গতি তিনগুন করতে বলেছিলেন তিনি।

মহারাষ্ট্র ফেরত নাগাল্যান্ডের নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলা কোয়ারেনন্টাইনে

কোহিমা, ১৫ জুন (হি.স.) : মহারাষ্ট্র ফেরত নাগাল্যান্ডের অন্তঃসত্ত্বা জনৈক মহিলার ঠাঁই হল কোয়ারেনন্টাইনে। রাজ্যের পেরেন জেলার আথিবুং এলাকার এই ঘটনা। মহিলার স্বামীও একই কোয়ারেনন্টাইন সেন্টারের আবাসিক।

গত ৯ জুন এই আথি-দম্পতি মহারাষ্ট্র থেকে পৌঁছেন নাগাভূমিতে। প্রথমে তাঁদের চার দিন রাখা হয় জালুকির প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। পরে স্থানান্তরিত করা হয় আথিবুং এলাকার কোয়ারিনন্টাইনে। সরকারি সূত্রে এই খবর মিলেছে। গত ১৩ জুন থেকে দম্পতি রয়েছেন আথিবুং কোয়ারিনন্টাইনে। এখানে তাঁদের জন্য রয়েছে ভালো বন্দোবস্ত। দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ফুড প্যাকেট ও একটি কিট। বাইবেল থেকে শুরু করে ঘর-গেরস্থালির সব রয়েছে কিটে। আছে কাগজ-কলমও। এ পর্যন্ত এই কোয়ারিনন্টাইনে আর কেউ নেই। তবে আরও ১৫ জনের দল আসছে এখানে। আথিবুং মহকুমাশাসক (সদর) রূপফউকুতুও নওডি এই খবর দিয়ে জানান, ২৪ বছর বয়সের মহিলাটি আসন্ন সন্তানপ্রসবা। তিনি নয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আগামী ২৩ জুন প্রসবের সম্ভাব্য ডেট। এই বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করছে প্রশাসনও। মহকুমাশাসক জানান, সরকার এ বিষয়ে তৎপর রয়েছে।

উল্লেখ্য, নাগাভূমিতে এ পর্যন্ত মোট ১৭৭টি কোভিড-১৯ পজিটিভ কেস রয়েছে। ৮৯ জনের চিকিৎসা চলছে। ৮৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এ পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর নেই রাজ্যে।

বিহারের গয়ায় দু”টি অটোতে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত্যু ৭ জনের

গয়া, ১৫ জুন (হি.স.): বিহারের গয়া জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু”টি অটো-রিক্সায় ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৭ জন সদস্যের, এছাড়াও আরও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গয়া জেলার আমাস থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের কাছে জিটি রোডে (২ নম্বর জাতীয় সড়ক)। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-বিক্রম কুমার (১০), বিপিন কুমার (৮), বিকাশ ভুঁইয়া (১৫), কৈলাশ ভুঁইয়া (৭০)। বাকি ৩ জনের নাম ও।পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে আমাস থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের কাছে জিটি রোডে বেপরোয়া একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু”টি অটো-রিক্সায় ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে অটো-রিক্সা দু”টি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গুজরাটে পুনরায় লকডাউন লাগু করার কোনও পরিকল্পনা নেই : মুখ্যমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১৫ জুন (হি.স.): গুজরাটে পুনরায় লকডাউন লাগু করার কোনও পরিকল্পনাই নেই, যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে সোমবার একথা জানিয়ে দিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন চলছে, গুজরাটে ৩০ জুনের পর ফের বাড়ানো হতে পারে লকডাউনের মেয়াদ, যাবতীয় গুঞ্জনে জল ঢেলে দিয়ে সোমবার বিজয় রূপানি জানিয়েছেন, ১ জুন আনলোকের পর থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। ব্যাবসা-বাণিজ্য ছন্দে ফিরছে। এমতাবস্থায় লকডাউন পুনরায় লাগু করার কোনও পরিকল্পনা নেই সরকারের।

তিনি আরও জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রয়েছে, মানুষও এই ভাইরাসের সঙ্গে কীভাবে বাঁচতে হয়ে তা শিখছেন। প্রসঙ্গত, গুজরাটে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত গুজরাটে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৫৪৪ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৭৭ জনের। সক্রিয় করোনা-রোগী ৫৭৪২।

আফগানিস্তানে ২৫ হাজার ছাড়ালো করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ৪৭৮

কাবুল, ১৫ জুন (হি.স.): বাড়তে বাড়তে আফগানিস্তানে ২৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। আফগানিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন আরও ৭৬১ জন। নতুন করে ৭৬১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর

ছয়ের পাতায় দেখুন

শেষযাত্রায় সুশান্ত সিং রাজপুত

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.): মুহূর্তে থমকে গেল জীবন। অনুরাগীদের কাঁদিয়ে চির নিদ্রায় ডুব দিলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। রবিবার মাত্র ৩৪ মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। সোমবার শেষযাত্রায় অভিনেতা। পার্লেতে পবনহংস এরোড্রোমের কাছে হিন্দু শ্মশানঘাটে হচ্ছে অন্তিম কাজ।

রবিবার নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অভিনেতা। তবে কারণ কি সেই প্রশ্নের উত্তর এখন অধরা। অভিনেতার বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করার পরই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃতদেহ। জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসা ও।প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট । কুপার হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। ভিলে পার্লেতে পবনহংস এরোড্রোমের কাছে হিন্দু শ্মশানঘাটে হচ্ছে অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের অন্তিম কাজ।

২০১৩ সালে সুশান্ত সিং রাজপুত অভিষেক কাপুরের ”কৌই পো চে ” চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এরপর একের পর এক ভালো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন অভিনেতা। ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। রাবতা, ছিছোরে, কেদারনাথ সহ সিনেমাতে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত।কিন্তু হঠাৎই রবিবার আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা। অভিনেতার অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত টলিউড বলিউড থেকে অনুরাগীরা।

করোনাত্তর পৃথিবীর জন্য তৈরি হওয়ার আহ্বান বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি. স.): করোনাত্তর পৃথিবীর জন্য নিজেদের তৈরি করতে হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পাশাপশি দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উপর করোনার যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তা দূর করার জন্য কাজ করে চলেছে কেন্দ্র বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রটেক্টেট অফ ইমিগ্র্যান্টের তৃতীয় সংস্করণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনাত্তর পৃথিবীর জন্য নিজেদের তৈরি করতে হবে। বৈদেশিক বাজারে প্রতিভা এবং কৌশলগত শক্তির দিক দিয়ে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। যোগ্যতা এবং আত্মবিশ্বাসের নিরিখে ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় পেশাদারদের আরও বেশি বিকশিত করার কাজ প্রতিনিয়ত করে চলেছে কেন্দ্র।বিদেশে কর্মরত ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক আর্থিক মন্দা নিয়ে সচেতন করার কাজ করে চলছে। আগামী দিনে যারা বিদেশে যাবেন তাদের কাছে সম্যক পরিস্থিতি তুলে ধরাই মূল কর্তব্য হবে কেন্দ্রের। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের বীমার আওতায় অনার প্রক্রিয়া চলছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।